ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 March, 2021 ■ আগরতলা, ২০ মার্চ ২০২১ ইং ■ ৬ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিধানসভায় ২২৭২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ, ঘাটতি ৭৭৩ কোটি ৪৩ লক্ষ

সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাসকে পাথেয় করে রাজ্যকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাচ্ছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : রাজ্য বিধানসভায় আজ ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেট পেশ করেছেন অর্থ মন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ। তিনি ২২৭২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেছেন। শতাংশের নিরিখে গত অর্থ বছরের তুলনায় ১১৮.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতে, ঘাটতি রয়েছে ৭৭৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। অর্থমন্ত্রী-র দাবি, ২০২১-২২ অর্থ বছরে বৃদ্ধিকেন্দ্রিক বাজেট পেশ করা হয়েছে। তাতে, পর্যটন, তথ্য ও প্রযুক্তি, কৃষি ও অন্যান্য, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্র-কে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাজেটে নতুন কর আরোপ করা হয়নি।

এদিন, তিনি বিধানসভায় বাজেট পেশ করে প্রেস সেল-এ সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থ মন্ত্রী বলেন, ২০২০ পুরো বছরটি নানাহ সমস্যার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। করোনা-র প্রকোপে অর্থনীতি-তে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ফলে, ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে মানুষের কাছে অর্থ পৌছে দেওয়া সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই বাজেট তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতি-কে চাঙ্গা করাই বাজেট-এ বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাতে, রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা, জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়, জৈব চাষাবাদ উতাহ দানে বায়ো-ভিলেজ, জনজাতি সংস্কৃতি এবং সঙ্গীত-র সংরক্ষণ ও প্রচার, ১০ টি মোবাইল প্লেনেটেরিয়া, পুষ্পবন্ত প্রাসাদ-কে ন্যাশনাল মডার্ন আর্ট গ্যালারী স্থাপন করার প্রস্তাব।

সেই সঙ্গে তিনি যোগ করেন, উতর্ষ বৃদ্ধির জন্য

শুক্রবার বিধানসভায় বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

বিদ্যালয়, মুম্বাইতে খারগার এলাকায় নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণ, প্রত্যেক দফতরের জন্য নির্দিষ্ট ভবন নির্মাণ, নতুন পুলিশ মুখ্য কার্যালয় ভবন নির্মাণ, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প উদ্যান প্রকল্প, প্রধান সমাজপতিদের মাসিক ২০০০ টাকা সাম্মানিক প্রদান এবং মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন স্থাপন-র জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা আজ বিধানসভায় ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ২২৭২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন। বাজেট বক্তব্যে উপমুখ্যমন্ত্রী ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজ ও সাফল্য এবং আগামী আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের প্রস্তাবের কথাও তুলে ধরেছেন।

আগামী অর্থবছরের জন্য বাজেট পেশ করতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যের শুরুতেই কোভিড-১৯ অতিমারির কথা তুলে ধরেন। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাজেট এমন একটা পরিস্থিতিতে প্রস্তুত করা হয়েছে যখন কোভিড-১৯ অতিমারি সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেছে এবং যার প্রভাব সমগ্র বিশ্বের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে প্রত্যেক দেশই কম বেশি অর্থনৈতিক মন্দার শিকার হয়েছে। বাজেট ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনার মতো প্রকল্প চালু করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদিকে ধন্যবাদ জানান। এই প্রকল্পের আওতায় ৮০০ মিলিয়ন জনগণকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য, ৮০ মিলিয়ন পরিবারকে বিনামূল্যে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। এই অতিমারির সময় ৪০০ মিলিয়নের বেশি ব্যক্তির কাছে সরাসরি অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ ঘোষণা করার জন্যও তিনি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান। যেখানে বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার শিকার সেখানে ভারতবর্ষের অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে আত্মনির্ভর ভারত প্যাকেজ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের দেশ ইতিমধ্যেই দুটি প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছে। সমগ্র দেশে টিকাকরণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হঠাৎ বৃদ্ধি, রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ১০ জন

আগরতলা, ১৯ মার্চ (হি. স.)।। করোনার দ্বিতীয় ডেউ ত্রিপুরাতেও আছড়ে পড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। যা গত বেশ কয়েক মাসের মধ্যে সর্বাধিক বলে সরকারি তথ্যে প্রমাণ মিলেছে। ইতিমধ্যে সারা দেশেই করোনা-র দ্বিতীয় ডেউ তাণ্ডব শুরু করেছে। স্বাভাবিকভাবে, ত্রিপুরায় করোনা নিয়ে এই রিপোর্ট যথেষ্ঠ চিন্তাজনক, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই।

ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য দফতর-র মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৭৬৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ১০১ টি এবং রেপিড এন্টিজেন পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৬৩ জনর। তাদের মধ্যে আরটি-পিসিআর এর মাধ্যমে ৬ জনের এবং র‍্যাপিড এন্টিজেন পরীক্ষায় ৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাদের, গৃহে একান্তাবাস-এ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, আজ এক জন করোনা সংক্রমিত সুস্থ হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৩৪৫৪ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে ৩৩০২০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০। নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি। তবে, ত্রিপুরায় মোট ৩৮৮ জনের করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে।

মাধববাড়িতে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি, তদন্তে গিয়ে অন্ধকারে হাতরাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। জিরানিয়া মহকুমার মাধববাড়ি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছে এক ব্যক্তি। তার নাম কবির হোসেন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাধব বাড়ি সহ পার্শবর্তী এলাকা গলিতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বৃহস্পতিবার রাতে কবির হোসেন নামে এক ব্যক্তি নিজ ঘরে রাতের খাবার খেতে বসেন। তখনই একটি ফোন আসে। রাতের খাবার না খেয়ে চিনি চলে যান পাশের রাজু মিয়ার বাড়িতে।বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকজনরা গুলির আওয়াজ ও চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পান। গুলির আওয়াজ ও চিৎকার শুনে তারা পাশের বাড়িতে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে দেখতে পান কবির হোসেনের গুলিবিদ্ধ দেখো লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রাতেই তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।কে বা কারা তাকে গুলি বিদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে অবশ্য পরিবারের লোকজনরা নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারছেন না। তবে এর পেছনে বড় ধরনের কোনো রহস্য আত্মগোপন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে পথ দূর্ঘটনায় নিহত এক, আহত সাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বাগবাসা বাজার সংলগ্ন এলাকায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপর ৭ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার সকালে ওএনজিসির একটি বোলেরো পিকআপ গাড়ি শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার সময়জাতীয় সড়কে বাগবাজার নোয়াগাঁও বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের নাম পুথিরাম রিয়াং।তার বাড়ি জয়ী থান গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নম্বর ওয়ার্ডে। অপরজন সাতজন বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহতরা ওএনজিসির অস্থায়ী শ্রমিক বলে জানা গেছে।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নেয় পুলিশ।

এডিসি ভোট ঃ ঋষ্যমুখ ও টাকারজলায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, আগুনে পুড়ল বাইক আহত বহু, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগিয়ে আসছে ততই পাহাড়ি এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘাত ততই তীব্র হতে শুরু করেছে।সবকটি দলই দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার শুরু করেছে।ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনার খবর আসতে শুরু করেছে। ঋষ্যমুখ বিধানসভার মনিরামবাড়ি এডিসি ভিলেজে ঘটে সংঘর্ষ। তাছাড়া টাকারজলাতেও হয় দুই দলের সংঘর্ষ।

শুক্রবার বেলা ১১ টা নাগাদ টাকারজায় আইপিএফটির দলীয় অফিসে হামলা চালিয়েছে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ত্রিপরা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা। হামলায় আইপিএফটির দুই নেতা গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। আহতদের প্রথমে টাকার জলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় টাকার জলা হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তার নাম ইন্দ্রজিৎ কলই। আহত অপর একজন টাকার জলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় টাকারজলায় শুক্রবার তীপরা মথা দলের এক নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সভার আগে এক মিছিল সংঘটিত করা হয়।মিছিলটি যখন আইপিএফটি দলের অফিসের সামনে দিয়ে আসছিল তখনই অফিসে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ।ত্রিপুরা জেলা পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদএলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি যে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে, গত ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে আবারও আইপিএফটি ও নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে এডিসি'র পূর্ব মুহুরীপুর-ভুরাতলি কেন্দ্রে উর্ধ্বমুখী রাজনৈতিক উত্তাপ। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন উভয় দলের বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থক। ভেঙে ফেলা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাইক। শুক্রবার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটকে জনকল্যাণমুখী হিসেবে আখ্যায়িত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটকে জনকল্যাণমুখী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। ২০২১-২২ আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেট সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ তার প্রতিক্রিয়ায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, আজ বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ২২,৭২৪.৫০ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবিত বাজেটকে জনকল্যাণমুখী বাজেট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট যেরকম জনকল্যাণকর তেমনি প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটও জনহিতকর। প্রস্তাবিত এই বাজেটে জনগণের উপর কোনও করের বোঝা চাপানো হয়নি। পাশাপাশি, প্রাইমারি সেক্টর যেমন ক'ষি, উদ্যান, মৎস্যচাষ, প্রাণীপালন সহ পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি স্বনির্ভরতা প্রয়োজন। ইজ অব লিভিং এবং ইজ অব বিজনেস এই দুই প্যারামিটারের উপর দাঁড়িয়ে এবারের বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। তিনি জানান, পর্যটন ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ৯টি স্থানে পিপিপি মডেলে মহাবিদ্যালয় হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রাজ্যে নতুন করে ৯টি স্থানে পিপিপি মডেলে মহাবিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ রাজ্য বিধানসভায় জানিয়েছেন। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, পুরাতন আগরতলা, জিরানীয়া, কাকড়াবন, কদমতলা, পানিসাগর, করবুক, সালেমা, আমবাসা এবং খুমুলুঙ-এ এই মহাবিদ্যালয়গুলি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রচুর পরিমাণে নেশা সামগ্রী আমদানী হচ্ছে রাজ্যে, মহিলা সহ গ্রেপ্তার চার ড্রাগ মাফিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৯ মার্চ।। নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে বড় ধরনের সাফল্য পেল চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। অর্ধলক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় নেশা কারবারিদের নেশা কারবার ক্রমশ জোরালো হচ্ছে।পার্শবর্তী আসাম রাজ্য থেকে অনায়াসে নেশাজাতীয় সামগ্রী এনে ব্যাপকহারে পাচার করা হচ্ছে।

পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে নেশা কারবারিরা। শুক্রবার চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালাতে গিয়ে সাফল্য পেয়েছে।চুরাইবারি পান বাজার এলাকায় নিয়মমাফিক তল্লাশি চালানোর সময় পুলিশ প্রায় ১ কিলোগ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ৪ জনকে আটক করেছে। আটক চারজনের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছে। আটক করা নেশা সামগ্রীর আনুমানিক বাজার মূল্য অর্ধ লক্ষাধিক টাকা বলে চোরাইবাড়ি থানার ওসি জানিয়েছেন।

আটক চার জনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা করেছে পুলিশ।নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে নেশা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে নাবালিকা ধর্ষিতা থানায় ধরনা ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের অনিলা চা-বগানে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে কৈলাশহর মহিলা থানায় ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।ঊনকোটি জানার কৈলাশহর এর অনিলা চা বাগানে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

ধর্ষণকারী শাসক দলের কর্মী হবার সুবাদে ঘটনার চারদিন অতিক্রান্ত হবার পরও কৈলাসহরের মহিলা থানার ওসি ধর্ষনকারীকে গ্রেফতার করছেন না বলে অভিযোগ করেছে ডিওয়াইএফআই। শুক্রবার দুপুরে ডিওয়াইএফআই চন্ডীপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে কৈলাসহরের মহিলা থানার ওসি-র নিকট এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ডিওয়াইএফআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সভাপতি সুরমান আলী সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন , গত পনেরো মার্চ কৈলাসহরের অনিলা চা বাগানে বিজেপি দলের কর্মী রাজু দাস সতেরো বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষন করে।

এ ব্যাপারে কৈলাসহরের মহিলা থানায় লিখিত মামলা করা হলেও কৈলাসহরের মহিলা থানার ওসি কিংবা কৈলাসহরের মহিলা থানার পুলিশ ধর্ষক রাজু দাসকে গ্রেফতার করেনি। এরই প্রতিবাদে ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।অবিলম্বে বিজেপি দলের কর্মী ধর্ষক রাজু দাসকে গ্রেফতার করা না হলে ডিওয়াইএফআই এর পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে সুরমান আলী জানান। ডেপুটেশনে সুরমান আলী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশু দাস, যুব নেতা দেবাশীষ চন্দ, বিশ্বজিৎ বারিক সহ আরও অনেকে।

রাজ্যে সরকারি দফতরে স্থায়ী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং করা হবে না, আশ্বস্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ মার্চ (হি. স.)।। ত্রিপুরায় সরকারি দফতরে স্থায়ী পদে নিয়োগে আউটসোর্সিং করা হবে না। আজ বিধানসভায় বেসরকারী প্রস্তাবের জবাবে আশ্বস্থ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি যোগ করেন, কর্মবিনিয়োগ দফতরের বিজ্ঞপ্তিতে সামান্য ত্রুটি ছিল। এবিষয়ে মুখ্য সচিবকে ইতিমধ্যে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন বিধানসভায় ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য আশীষ কুমার সাহার বেসরকারী প্রস্তাব নিয়ে বিরোধীরা ত্রিপুরা সরকারকে চাপে ফেলার কৌশল নিয়েছিলেন। কারণ, বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য আশীষ কুমার সাহা এবং সুদীপ রায় বর্মণকে নিশানায় রেখে ত্রিপুরা সরকারকে বিধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, বাস্তবে তা সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, আজ বিধানসভায় বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সরাসরি নিয়োগযোগ্য নিয়মিত বেতানমের প্রতিটি শূন্যপদের নিযুক্তি প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি এই সকল শূন্যপদে এজেন্সির মাধ্যমে আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় লোক নিয়োগ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বেসরকারী প্রস্তাব আনেন। প্রস্তাবের পক্ষে এদিন তিনি বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, রতন চক্রবর্তী, নির্মল বিশ্বাস এবং রঞ্জিত দাস বক্তব্য রাখেন। আউটসোর্সিং সমর্থন যোগ্য নয় দাবি করে সকলেই বক্তব্য রাখেন। বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ পূর্বতন সরকার এবং বর্তমান সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়-এ নানা তথ্য তুলে ধরেন। সাথে তিনি দাবি জানান, আউটসোর্সিং ওই বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হোক। কারণ, তাতে প্রচুর ত্রুটি রয়েছে। যা ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগ নীতির সাথে সাযুজ্য নয়। এমনকি, সম কাজে সম বেতন-র সুপ্রিম কোর্ট-র আদেশ উল্লঙ্ঘন করছে।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরা সরকারি দফতরে স্থায়ী পদে নিয়োগে আউটসোর্সিং করছে না এবং আগামী দিনেও করবে না। অতীতে আউটসোর্সিং-এ যে প্রক্রিয়া নিয়োগ হয়েছে, একই পদ্ধতি জারি রেখেছে। শুধু নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনা হয়েছে। তিনি আশ্বস্থ করেন, ওই বিজ্ঞপ্তিতে সামান্য ত্রুটি ছিল। ইতিমধ্যে মুখ্য সচিবকে ত্রুটি সংশোধনর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, সম্পুর্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত না হয়ে বিভ্রান্তি করার জন্য আউটসোর্সিং নিয়ে ভুল বার্তা ছড়ানো হচ্ছে।

তাঁর কথায়, মতাদর্শগত ভাবে ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু, জনগণর কল্যাণে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রশ্নে কোন দ্বিমত পোষনের সম্ভাবনা নেই। তিনি এবিষয়ে বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করে বলেন, আপনাদের সাথে মতাদর্শগত অমিল থাকতেই পারে। কিন্তু, জনকল্যানে আমাদের চিন্তায় কোন ফারাক নেই।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, কর্ম সংস্থানে বিজেপি-আইপিএফটি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে। এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০০৬-০৭ অর্থ বছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর ওই ১২ বছরে ৩৪৭০৫ জন সরকারি কর্মচারী অবসরে গেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫৯ ◘ ২০ মার্চ ২০২১ ইং ◘ ৬ চৈত্র ◘ শনিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ফাটল ধরানোর চক্রান্ত

বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি মানবসভ্যতাকে অগ্রগতির দিকে অগ্রসর করিবার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করিতেছে।বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির হাত ধরিয়া সমজ ব্যবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন না হইলে মানব সভ্যতা এতটা উন্নত হইতে পারিত না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কারকে পাথেয় করিয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। আগামী দিনগুলিতে সভ্যতার আরো ক্রমবিকাশ ঘটিবে। মানব সভ্যতাকে উন্নত থেকে উন্নত করিবার জন্য প্রয়াসের অন্ত থাকিবে না। কিন্তু কোন কোন দেশ নিজেদের আখেরে গোছাইবার জন্য এবং নিজেদেরকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ হিসাবে চিহ্নিত করিবার তাগিদে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অপপ্রয়োগ করিবার চেষ্টা চালাইতেছে। এই ধরনের প্রয়াস মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। গোটা বিশ্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সাম্প্রতিককলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ। এটিও চীনের এক অপপ্রয়াস বলিয়া বিভিন্ন দেশ আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছে। চীনের ওয়ান প্রদেশে কৃত্তিম উপায়ে করোনা ভাইরাসের জীবাণু তৈরি করিয়া তাহা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। যদিও চীন এই ধরনের অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়াছে। ইদানিংকালে চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে ফাটল ধরা এইবার চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে চীন। স্বাভাবিক কারণেই আবারও কাঠগড়ায় চিন। একে তো করোনা অতিমারীর উৎস হিসেবে নানা সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হইয়াছে। এবার তাহার সঙ্গে জুড়িল নতুন অভিযোগ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে আবার বড়সড় ফাটল ধরার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এর পিছনে রহিয়াছে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা সিএফসি। দেখা গিয়াছে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখাইয়া পূর্ব চিনে সিএফসি”র রীতিমতো বেআইনি উৎপাদন চলিয়াছে পুরোদমে।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ওজোন স্তর নিয়া যৌথ গবেষণা করিয়াছেন। বিশ্বখ্যাত ”নেচার” পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে সম্প্রতি। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বসানো দু”টি এয়ার মনিটরিং স্টেশনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এমনটা জানানো হইয়াছে ওই গবেষণাপত্রে। ওই গবেষণাপত্রে দেখানো হইয়াছে, চিন তাহাদের বেআইনি উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার সময়ে সিএফসির নিঃসরণ কীভাবে কমিয়া গিয়াছে। যাহার ফলে ওজোন স্তরের ক্ষতি অনেকটাই মেরামত হইয়ি যাইতে দেখা যায়। অন্যতম গবেষক রোনাল্ড প্রিন সতর্ক করিয়া জানাইয়াছেন, যদি সিএফসির নিঃসরণ বাড়ে কিংবা যাহা রহিয়াছে তাহি থাকিলেও আগামী দিনে এর ফলে বড় বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।

ওজোন স্তর পৃথিবীর উপরে একটি ছাদের মতো। এই স্তরে ফাটল ধরিলে তাহির ভিতর দিয়া বিপজ্জনক অতিবেগুনি রশ্মি ঢুকিয়া পড়িতে পারে। এই রশ্মি পৃথিবীর জীবজগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মানুষের ত্বকে ক্যানসার পর্যন্ত হইতে পারে এই রশ্মির প্রভাবে। যে সব উপাদানারে কারণে ওজোন স্তরে ফাটল ধরিতে পারে তাহার অন্যতম ক্লোরোফ্লুরোকার্বন।

গবেষকদের আশা, আগেভাগে ব্যবস্থা নিলে এই বিপদ এড়ানো সম্ভব। চিন যাহাতে সিএফসির উৎপাদন বন্ধ রাখে সেদিকে নজর রাখিবে রাষ্ট্রসংঘ। যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহা হইলে ওজোন স্তরের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে তাহা মেরামত করা সম্ভব হইবে বলিয়াই আশা করা হইতেছে। চীনের মত ধ্বংসাত্বক মনোভাবাপন্নন দেশের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধধ হইতে হইবে। চীনের মতো ধ্বংসাত্বক মনোভাবাপন্ন দেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ বিশ্বের শক্তিধর দেশ গুলিকে ঐক্য বদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথম দফায় ঝাড়গ্রাম সহ ৭ কেন্দ্রে লাল সতর্কতা

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : ২৭ মার্চ রাজ্যে প্রথম দফায় যে ৩০ বিধানসভা আসনে ভোট নেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে ৭ কেন্দ্রকে লাল সতর্কতা কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন।

কেন্দ্রগুলো হল ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি উত্তর, এগরা, রামনগর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর ও শালবনি। ওই ৭ কেন্দ্রে বিশেষ নজর রাখার জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও কেন্দ্রে তিন বা তার চেয়ে বেশি প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা থাকলে সেই কেন্দ্র ‘লাল সতর্কতা’ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম দফার ভোটে যে ৩০ আসনে ভোট হচ্ছে তার মধ্যে ৭ কেন্দ্রেই তিন বা তাঁর চেয়ে বেশি প্রার্থীর নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

এগরার জনসভায় প্রতিশ্রুতির বন্যা মমতার

এগরা, ১৯ মার্চ (হি.স.): শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার জনসভায় প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন চাকরি, শিল্প, মায়েদের হাতখরচের টাকা এসবের মাধ্যমে ভোটারদের মন জেতার চেষ্টা করলেন তৃণমূল নেত্রী। সেই সঙ্গে নিজেদের পুরানো প্রকল্পগুলিও নতুন করে তুলে ধরেন মমতা।

শুক্রবার পরপর এগরা, পটাশপুরের পর মেচেদায় সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এগরার তৃণমূল প্রার্থী তরুণ মাইতির প্রচারে জনসভাতে তৃণমূল সুপ্রিমো প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যে শিক্ষকদের সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়ানো হবে। চাকরি নিয়ে অনেকে আগে গদ্দারি করেছে। চিন্তা করবেন না, এ বার কাজকর্ম সরাসরি হবে। কারও মাধ্যমে হবে না। আগামী দিনে আরও ২৫ লক্ষ গরিব লোককে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, দিঘাতে কনভেনশন সেন্টার করে দিয়েছি। ইকো ট্যুরিজম করে দিয়েছি। জগন্নাথের মন্দির হবে বলে দিয়েছি। আগামী দিন দিঘায় তাজপুরে বন্দর তৈরি করে দিচ্ছি। এই বন্দর হলে কয়েক লক্ষ বেকার ছেলেমেয়েরা সুযোগ পাবেন। ছোট শিল্পের জন্য বছরে ১ লক্ষ কোটি টাকা করে বিনিয়োগ করব। ৫ বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকা। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়র চাকরি হবে।

এদিন তিনি রাজ্যের কন্যাশ্রী-রূপশ্রী প্রকল্প প্রসঙ্গ তুলে বলেন, মা বাবাদের আগে চিন্তা করতে হত মেয়েদের বিয়ের জন্য। আখন আমরা মেয়েদের ১৮ বছর হলে কন্যাশ্রী করলেই ২৫ হাজার টাকা দিই আমরা। রূপশ্রীতেও ২৫ হাজার টাকা পায়। এ বার আমরা ছাত্রছাত্রীদের জন্য বছরে ১০ লক্ষ টাকার অ্যাকাউন্ট করে দেব। মাত্র ৪ শতাংশ সুদের হারে। বাবা-মাকে তাঁর পড়াশোনার খরচ চালাতে হবে না। পড়ুয়ারা উঁচু ক্লাসে যখন উঠবেন ১০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। নবম শ্রেণিতে উঠলে সবজু সাথীর সাইকেল পাবে পড়ুয়ারা প্রতি বছর।

তিনি মায়েরদের হাতখরচের প্রতিশ্রুতি দেন এগরার সভা থেকে। বলেন, সব মহিলাদের ৫০০ টাকা করে হাতখরচ দেবে আমাদের সরকার। ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য এই প্রকল্প চালু করব। সেই সঙ্গে বলেন, কৃষকরা এখন ৬০০০ টাকা করে পাচ্ছেন বছরে। আমাদের সরকার এলে তা ১০ হাজার টাকা দেব। অনেক মৎস্যজীবী আছেন। তাঁদের কার্ড আমি প্রথম করে দিয়েছি। কৃষকদের জমির খাজনা মকুব করা হয়েছে।

এবার বাড়ি বসেই রেশন পাবেন বলেও জানান মমতা। বলেন, রেশন পাচ্ছেন বিনা পয়সায়। এবার আমরা রেশন পৌঁছে দেব আপনার বাড়িতে। আপনাদের কারও কাছে যেতে হবে না। দুয়ারে সরকার আপনাদের কাছে আসবে। বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

দোলযাত্রা

সুখেন্দু হীরা

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব ।এ প্রেম কৃষ্ণ প্রেম। কৃষ্ণ ঠাকুরের ওপরভক্তি। তিনি বলতেন ভক্তিতেই মুক্তি। চৈতন্য যে ভক্তির প্রচার করেছিলেন, তাতে কোনও জটিলতা ছিল না। পরবর্তীকালে ভক্তিতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল। ভক্তির সঙ্গে শৃঙ্গার রস মিশ্রিত হল। তাছাড়া মহাপ্রভু থাকাকালীনই গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে ছন্দ শুরু হয়। চৈতন্যের অবর্তমানে বঙ্গে অনেক দল ও উপদল তৈরি হয়। তাদের মধ্যে প্রধান দলগুলি ছিল অদ্বৈত আচার্যের অনুরাগী গোষ্ঠী, নিত্যানন্দের অনুগামী গোষ্ঠী, শ্রীখণ্ডের গৌর নাগরবাদী” গোষ্ঠী (যারা ছিল নরহরি সরকারের অনুগামী), গদাধর পণ্ডিতের অনুগামী গদাই-গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী, চৈতন্য পুজক “গৌর পারম্যবাদী” গোষ্ঠী, বিধুওপ্রিয়া দেবীর ভক্ত গোষ্ঠী, সহজিয়া বৈষব সম্প্রদায়। বহুদিন পর্যন্ত চৈতন্যের ভক্তিবাদের সুস্পষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য তত্ব প্রচলিত হয়নি। তখন সেই সময়কার বৈষব ধর্মপ্রচারকরা মনে করেন সবাইকে একছাতার নীচে আনতে হবে। সম্ভবত বৃন্দাবনেই ঠিক হয় মহোৎসব করে বিভিন্ন বৈষবদের একজায়গায় আনতে হবে। সেই সময় বৃন্দাবনে প্রভাবশালী বৈষব ছিলেন খেতুরির নরোত্তম দত্ত এবং মেদিনীপুরের ধারেন্দার শ্যামানন্দ।বৃন্দাবনেব সিদ্ধান্তমতো প্রথম মহোৎসব হয়েছিল কাটোয়ায়। তারপর শ্রীখে এবং তৃতীয় খেতুরিতে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে ভিন্নমতে ১৬১০-১৬২০ খ্রিস্টাব্দে) খেতুরি ছিল নরোত্তম দাসের শ্রীপাট অর্থাৎ এখানেই তিনি থাকতেন। নিত্যানন্দের দ্বিতীয় স্ত্রী জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে ২৯ জন বৈষব এতে যোগদান করেছিলেন। খেতুরি মহোৎসব বৈষব ধর্মের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই মহোৎসবে বৈষব ধর্ম প্রচারের ও আচারের কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেগুলির মধ্যে প্রধান হল-ত্ত চৈতন্য পুজন, কৃষ্ণ পুজন, কীর্তন, মহোৎসব, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ এবং বৃন্দাবনের বৈষ্ব শাস্ত্রের প্রসার। সেই ধারা আজও বহমান। এজন্য বৈষ্ব ধর্মাবলম্বীরা সারা বছর শ্রীকৃষেঃর ও ভজন অর্থাৎ কীর্তন করেন। তার মধ্যে অন্যতম হল দোলপূর্ণিমাতে অর্থাৎ ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত দোলযাত্রা। বৈষ্ণবদের কাছে এই দিনটি আরও অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে, কারণ এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব।

বৈষওব ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন দোলপূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধা ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে রং খেলেছিলেন। তাই এদিন রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহে আবির মাখায়, গুলালে স্নান করায়, দোলায় চড়ায়। ভক্তরা নিজেরাও রং খেলায় মেতে ওঠে। এর একটা ধর্মনিরপেক্ষ দিকও আছে। শ্রীচৈতন্য যেমন সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন, তেমনি দোল উৎসবে একে অপরকে রাঙিয়ে একাত্ম হয়ে ওঠে। দোলযাত্রার আগের দিন হয় ‘নেড়াপোড়া” বা ঠাচর”। হিন্দি বলয়ে বলে ‘হোলিকা দহন”। এই হোলিকা দহন নিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান আছে স্কন্ধপুরাণে। এই উপাখ্যান অসুররাজ হিরণ্যকশিপু এবং তার পুত্র প্রহাদকে ঘিরে। হিরণ্যকশিপু ছিলেন বিষু বিরোধী এবং পুত্র প্রহাদ ছিল বিষুওভক্ত। তাই হিরণ্যকশিপু বিভিন্ন উপায়ে নিজের পুত্রকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। একবার তিনি তার কোন হোলিকার সাহায্য চান। হোলিকার একটি বিশেষ পোষাক ছিল যা আগুনে পুড়ত না। হোলিকা সেই পোশাক পরে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে গায়ে আগুন ধরিয়ে নেন। কিন্তু রাখে হরি মারে কে। হরির কৃপায় হোলিকার সেই পোশাক হোলিকার দেহ থেকে খুলে প্রহ্লাদের শরীরকে আবৃত করে। ফলে হোলিকা আগুনে পুড়ে মারা যান এবং প্রহ্লাদের কোনও ক্ষতি হয় না।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো বাঁকুড়া জেলাতেও দোলযাত্রা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদরের সঙ্গে পালিত হয়। বাঁকুড়ার অনেক গ্রামে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে সংকীর্তন হয়। আশ্রমে, পারিবারিক মন্দিরে দোলের দিন শ্রীকৃষ্ণের পূজা রং খেলা হয়। পূজিত ঠাকুরকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে গ্রাম পরিভ্রমণ ইত্যাদি হয়ে থাকে। দোলের আগেরদিন চাঁচর বা নেড়াপোড়া। এদিনও কোথাও কোথাও কৃষ্ণ ঠাকুরকে গ্রাম ঘোরানো হয় । দোল উপলক্ষ্যে অনেক জায়গায় মেলা বসে। কোনও

কোনও গ্রামে দোল সেখানকার প্রধান উৎসব। কার্যক্ষেত্রে যারা বাইরে থেকে তারা ঘরে ফেরে বাড়িতে আত্মীয় কুটুম্ব আসে। কোন কোন জায়গায় দোলপূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে দোল হয়, তাকে বলে “পঞ্চম দোল,। দোলের সময় যে সংকীর্তন হয়, তা শেষ হয় চারদিন বাদে বা পঞ্চমী তিথিতে ধুলটের মধ্যে দিয়ে। ধুলটের দিন রং খেলা হয়। এভাবেও সেখানকার দোলযাত্রা পঞ্চম দোলে পরিণত হয়। আমরা এখানে থানা ভিত্তিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দোল উৎসবের কথা জেনে নেব। কোতলপুর থানা লেগো গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্রাহ্মণ গ্রামে পালন করা হয় পঞ্চম দোল। এই উপলক্ষে একদিনের মেলা বসে। এই মেলা চলে আসছে প্রায় ৮০ বছর আগে থেকে। মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রায়বাঘিনী গ্রামে দোলের দিন শুরু হয় নবকুঞ্জ মেলা। এটি একটি এতিহ্যবাহী মেলা। মেলাটি চলে চারদিন। মেলায় প্রচুর লোকসমাগম হয়। পাঁচদিন ধরে চলে শ্রীকৃষ্ণের নামগান। নটি কুর্জী অর্থাৎ আখড়ায় চলে সংকীর্তন। নটি কু নটি পাড়ার প্রতীক। মেলায় প্রচুর দোকানপাট আসে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসে। কিন্ত এসময় গ্রামে নিরামিষ খাওয়ার চল। শেষদিন রং খেলার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় মেলা। জয়পুর থানা জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বংশীপুর গ্রামে দোলযাত্রা উপলক্ষে তিনদিন গ্রামের আটচালায় সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। ওই গ্রামে একটি শীতলা ঠাকুরের থান আছে। দোলে শীতলা ঠাকুরের পুজা হয়। তারপর বাদ্যযন্ত্র সহকারে শোভাযাত্রা সহকারে শীতলা মাকে সেই সংকীর্তনের আখড়ায় নিয়ে আসা হয়। তার পরদিন হয় গ্রামের দোল অর্থাৎ রং খেলা। সংকীর্তনের তিনদিন গ্রামে একটি মেলা বসে। আয়তনের দিক দিয়ে বাঁকুড়া জেলার সর্ববৃহৎ মন্দির হল সালদা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকুলনগর গ্রামে গোকুলচাঁদের মন্দির। বর্তমানে গোকুলচাঁদ থাকেন বিষুওপুরে। দোলের সময় গোকুল চাঁদ রাধারানী সহ এই মন্দিরে আসেন এবং পাঁচদিন থাকেন। তখন প্রথম তিন দিন হয় সংকীর্তন। অন্য সময়ে গোকুলচাঁদ না থাকলেও নিত্য ভোগ সেবা হয়।

বিধুঃপুর থানা মড়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝড়িয়া গ্রামে দোল উপলক্ষে চারদিনের সংকীর্তন হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে। বাড়িতে কুটুম্ব আসে। ভড়া প্রাম পঞ্চায়েতের শালুকা গ্রামে পাঁচদিনের উৎসব। উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। তাই গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসে। মেলার বিশেষ আকর্ষণ থাকে জ্যান্ত বারোয়ারি (অর্থাৎ জ্যান্ত মানুষেরা বিভিন্ন মূর্তি সেজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে) এবং মাটির ছবি (অর্থাৎ মাটি দিয়ে বিভিন্ন মূর্তি বানিয়ে কোনও একটি বিষয় তুলে ধরা হয়)। উৎসবের পাঁচদিন ধরে চলে হরিনাম সংকীর্তন। শেষদিন অর্থাৎ ধুলটের দিন রং মেখে শেষ হয় এই পাঁচদিনের দোল উৎসব। দ্বারিকা গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌসাইপুরে দোল উপলক্ষে তিনদিন ধরে হয় সংকীর্তন। এখানেও মেলা বসে। বাড়িতে কুটুম্ব। মেলায় মাটি ছবি। ধূলটের দিন ঠাকুর নিয়ে গ্রাম পরিভ্রমণ করা হয় এবং রং খেলা হয়। গ্রামে ১১০টি পরিবারের বাস। ধুলটের দিন রাতে ঠাকুরের সামনে ১১০ ঘরের ভোগ সাজানো হয়। পূজার পর সেই ভোগ বিতরণ করা হয়। রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের লয়ের গ্রামে পাঁচদিনের সংকীর্তন। চতুর্থ দিন নরনারায়ণ সেবা। পঞ্চম দিন ধুলটের মাধ্যমে রং খেলা।

রানীবাধ থানা হলুদ কানালী গ্রাম পঞ্চায়েতের গৌসাইডিহি গ্রামে দোলপুর্ণিমা উপলক্ষে একটি মেলার আয়োজন করে স্থানীয় ক্লাব। এই উপলক্ষে টুসু নাচ, আদিবাসী নাচ, একাঙ্ক নাটক, বিচিত্রানুষ্ঠান আয়োজিত হয়। রাইপুর থানা ধনাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পেঁচাকলা গ্রামে শ্রীশ্রী দামোদর জীউয়ের পঞ্চম দৌল অনুষ্ঠিত হয়। দোলপূর্ণিমার দিন শুরু হয় পঞ্চরাত্রি সংকীর্তন। মন্দির আছে। এটি আনুমানিক ১৮৬৭ সালে স্থাপিত। তখন থেকেই চলছে দোল উৎসব। আগের দিন হয় টাচর বা রাত্রিকালীন হোলি। তিনদিন গ্রামীণ যাত্রাদলের পালা হয়। সিমলাপাল থানা বিক্রমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জড়িষ্যা গ্রামে স্থানীয় সিংহ মহাপাত্র পরিবারের কুলদেবতা রাধাকৃষ্তে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন। দোলপুর্ণিমার আগের দিন অর্থাৎ টাচরের দিন সন্ধ্যায় পালকিতে করে গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়। পরদিন হয় রং খেলা। ছেলে বুড়ো সবাই মেতে ওঠে।

মগুল গ্রাম পঞ্চায়েতের টিকরপাড়া গ্রামে হয় রাধা মনদমোহন জীউয়ের দোলযাত্রা। এই উপলক্ষে চারদিনের মেলা বসে। প্রথম দিন হয় বাউল ও চতুর্থ দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি হয়ে আসছে প্রায় ৪০ বছর ধরে।

তালভাংড়া থানা বিবরদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূতামা গ্রামে দোলপূর্ণিমার দিন শুরু হয় ৪/৫ দিন ধরে মেলা। চাচরের দিন সন্ধ্যায় রাধাকৃষ্ণকে পালকিতে করে সারা গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। পরদিন হয় রং খেলা। সেদিন থাকে সন্ধ্যায় নানা অনুষ্ঠান, যাত্রা, তির তিক অনুষ্ঠান। আর সংকীর্তন দোলের সময় তো আছেই। খাতড়া থানা বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতর শ্যামবাজার গ্রামে শীলাবতী নদীর ধারে আছে ঠাকুর মন্দির। এখানে পাঁচদিন ধরে চলে সংকীর্তন ও মেলা দোল উপলক্ষে। শালতোড়া থানা কানুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামপুর গ্রামে দোলযাত্রা উপলক্ষে হয় চারদিনের মেলা। মেলাটি বংশীবাবার মেলা বলে পরিচিত। মেলায় অনেক সাধু সমাগম হয় বলে অনেকে একে ‘সাধুমেলা’ বলে থাকে। বংশীবাবা কিন্তু শিবভক্ত। ওনার আশ্রমটি বংশীবাবার আশ্রম বলে খ্যাত। শালতোড়া থানার তিলুড়ি গ্রামটি (তিলুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত) বৈষ্ণব প্রধান গ্রাম। দোলযাত্রা উপলক্ষে এখানে তিনদিন হরিনাম সংকীতন হয়। দোলের দিন সন্ধ্যাবেলায় চৌদ্দ মাদল নিয়ে শোভাযাত্রা করে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। দোলের এই তিনদিন তিলুড়ি গ্রাম বৈষ্ণব আবেগে আপ্লুত হয়ে থাকে। মেজিয়া থানা রামচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীপাট পুরুনিয়া গ্রামে তিনদিন ব্যাপী দোলযাত্রা। দোলের আগের দিন অর্থাৎ চাঁচরের দিন গ্রামের একপ্রান্তে রাধশ্যাম জীউকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে এসে করা হয় নেড়াপোড়া। তারপর হয় আতসবাজি প্রদর্শন। এটা দেখতে প্রচুর লোকসমাগম হয়। দোলের দিন সন্ধ্যায় আবির ছড়াতে ছড়াতে রং খেলতে খেলতে গৌরাঙ্গ মন্দির থেকে রাধেশ্যাম জীউ মন্দিরে আসা হয়। দোলের তিনদিন মেলা বসে। হয় নানা দোলযাত্রায় তিনদিনের মেলা বসে। নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিত্যানন্দপুর গ্রামে দোল উপলক্ষে ২৪ প্রহর সংকীর্তন হয়। তার পরদিন হয় যাত্রা। মেলা বসে সেই সময়।

বড়জোড়া থানা হাটআসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষনপুর ও হরিরামপুর গ্রামের মধ্যস্থলে পাঁচদিন মেলা হয় দোলের সময়। দুটি গ্রামের সহায়তায় এটি হয়। একটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন বলে দাবি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ওন্দা থানা তরনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মান্দারবনী গ্রামে দোলযাত্রাতে গ্রামে তিনদিন যাত্রাপালা হয়। সে সময় ভালোই দোকনপাট বসে। তবে ওন্দা থানা তথা বাঁকুড়ার অন্যতম দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।‘ওন্দ’ সদের। নয়দিন ব্যাপী হয় সংকীর্তন। দশদিনের দিন গৌরাঙ্গকে আবিরের মধ্যে দিয়ে বিদায় দেওয়া হয়। অর্থাৎ ওইদিন হয় ধূলট। এই দশদিন ধরে মেলা। মেলাটি বেশ বড়। জাতীয় সড়ক পর্যন্ত এর রেশ চলে আসে।

বাঁকুড়া থানা পুরন্দরপুর গ্রামকে (পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত) বলা যাতে পারে বৈষ্ণব গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অনুষ্ঠান এখানে সাড়ম্বরে পালিত হয়। এখানে হয় পঞ্চাম দোল। তিনদিন ধরে চলে অনুষ্ঠান। প্রথম দিন ব্রাহ্মণ ভোজন, রাত্রে ঠাকুরকে আবির খেলা। তখন গ্রাম প্রদক্ষিণ হয়। তিনদিনই হয় দোলযাত্রা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বানজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জংপুর প্রামে পাঁচদিন ধরে চলে দোল উৎসব। শুরু হয় সংকীর্তন দিয়ে। বাকি চারদিন চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলাও বসে। গঙ্গাজলঘাটি থানা লটিয়াবনি প্রাম পঞ্চায়েতের দুর্লভপুরে পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের খেঁড়োশোল গ্রামে মাঠের মাঝে আছে সত্যানারায়ণের থান। সেখানে দোলপূর্ণিশাতে হয় লৌকিক দেবতা সত্যনারায়ণের পুজা। তিনদিন ধরে চলে বেশ জমাটি মেলা। প্রথম দিন পালাকীর্তন। দ্বিতীয় দিন যাত্রা এবং তৃতীয় দিন নরনারায়ণ সেবা। এটি সত্যনারায়ণের মেলা বলে পরিচিত। দোলযাত্রী উপলক্ষে বারোয়ারি মেলা চলে সাতদিন। এতে প্রত্যেকদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। থাকে মাটির ছবি। কাপিষ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েতের শালতোড়া প্রামে তিনদিন ধরে দোল উৎসব। এটি শতাধিক বছরের প্রাচীন। এই উপলেক্ষ মেলা বসে। প্রতিদিন নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। শুধু গঙ্গাজলঘাটি নয়, বাঁকুড়া জেলার অন্যতম দোল উৎসব হয় বিশিষ্ট পাহাড়। লছমনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট গ্রামে একটি পাহাড় আছে। তার উপরে আছে নাচনচণ্ডী মন্দির। এজন্য অনেকে একে নাচনচণ্ডী পাহাড় বলে। এই পাহাড়ে দোলের দিন নাচনচণ্ডী মায়ের পুজা হয়। তিনদিন ধরে হয় কীর্তন। এই উপলক্ষে জমজমাট মেলা বসে। চলে চারদিন।

(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ ও চিকিৎসা

ডা. পার্থসারথি মল্লিক

অ্যালঝাইমার্স রোগ হল সব কিছু ভুলে যাওয়া। জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট আযালয়েস আলবাইমার ১৯০৬ সালে স্মৃতিভ্রংশ রোগের এই নামকরণ করেন নিজের নামে। এই রোগটি এমন, পায়খানা যাবে ভেবে রান্নাঘরে ঢুকে ভাবে এখানে কেন এলাম। শুধু তাই নয়, হাত ঘড়িটি কোথায় খুলে রেখেছে তা ভুলে যান। প্রিয় মানুষের নামও ভুলে যান। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলা হয় ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়ার প্রধান লক্ষণ হল স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি ইন্টারলেকচুয়াল পারফরমেন্স ইন এনি ফর্ম) লোপ পেতে থাকে। অথচ শারীরিক শক্তি, হাতে পায়ের জোর, ব্যালান্স সব ঠিক থাকে। অ্যালঝাইমার্স রোগের সঠিক কারণ পুরোপুরি জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন সেটি হল : ১) নিউরোট্রান্সমিটার উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। ২) নিউরোট্রাপমিটার উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়া। ৩) উৎপাদিত নিউরোট্রান্সমিটার অন্য যাওয়া। ৪) উৎপাদিত নিউরোট্রান্সমিটারের নিউরোন থেকে বের হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়া। ৫) এক নিউরোন থেকে বের হওয়া নিউরোট্রান্সমিটার পার্বতী নিউরোনের গ্রহণ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহুবিধস্মৃতি সঞ্চালন ক্রিয়া থেমে যায়। এখানে প্রভাবে নিউরোনের ভিতরে উৎপাদিত হয়। অ্যাসিটাইল কোলাইন একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার। দেহের অভ্যন্তরে উৎপাদিত কোলিনেস্টিরেজ উৎসেচক (১:৭২৫০৬) আয়াসি ধ্বংস করে পাক করে যাও ইন বোল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে অ্যাসিটাইল কোলিনেস্টিরেজের উৎসেচক বাধসংকারী ওষুধ খাওয়ানো হয়।

অ্যালঝাইমার্স রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর আক্রান্ত নিউরোন অথবা আক্রান্ত নিউরোনের চারপাশে কিছু অস্বাভাবিক বস্ত জমা থাকে। এই বস্তূকে নিউরোটিক প্লাক বলা হয় এবং নিউরোনের ভিতরের বস্তুকে অস্বাভাবিকভাবে পেঁচানো প্লাক বলা হয় এবং নিউরোনের ভিতরের বস্তু অস্বাভাবিকভাবে পেঁচানো সুতো জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। নিউরোটিক গ্ল্যাক বিটা আমলয়েড নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। নিউরোটিক প্ল্যাক বিটা আযমলয়েড নামক উৎসেচক প্রোটিন বস্তু হয়। এই বস্তুটি ৪০টি বা ৪২ গঠিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংযুক্তিতে তৈরি হয়। প্রোটিএসেস নামক উৎসেচক বিটা সহায়তা করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ভারা বলেছেন যে, বিটা আমাইলয়েডের উপস্থিতি নিউরোনের ভিতরের অ্যাসিটাইল কোলাইনের পরিমাণকমিয়ে দেয়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, জমানো বিটা আমাইলয়েড নিউরোনের মৃত্যুর পাওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

দু’ধরনের অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ হয়। আর্লি অনসেট এবং লেট অনসেট। আর্লি অনসেটের ক্ষেত্রে ৬০ বছর বয়স হওয়ার আগে অ্যালঝাইমার্সের লক্ষণ দেখা দেয়। লেট অনসেটের তুলনায় এর সংখ্যা কম, তবে তাদের অসুখ দ্রুত হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস থাকে। লেট আনসেট অর্থাৎ যাট বছরের ওপরে যখন অসুখটি দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও পারিবারিক ইতিহাস থাকতে পারে। তবে জিনের ভূমিকা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। আর্লি স্টেজ বা প্রাথমিকপর্ব: এই পর্বে খুব কম সময়ে অসুখ ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক ঘটনা ভুলে যাওয়া, পরিচিত জায়গা চিনতে না পারা প্রভৃতি। মিডল স্টেজ বা মধ্যবর্তী পর্ব : যখন সাধারণ কাজ যেমন স্নান, দাঁত মাজা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাহায্যের প্রয়োজন হয়। লাস্ট স্টেজ বা শেষ পর্ব : রোগী যখন পরিচিত আত্মীয়কেও চিনতে পারে না। নিজের বাড়ি চিনে নেবার ক্ষমতা থাকে না। শেষে ব্লাডার ও বাওয়েল নিয়ন্ত্রণে থাকে না। প্রতিরোধ : মধ্য বয়সের পরে দিনে কাপ তিনেক কফি খেলে অ্যালঝাইমার্স হওয়ার আশঙ্কা ৬৫ শতাংশ কমে। জানা গেছে যীরা বেশি বয়স পর্যন্ত মেধা নির্ভর কাজের সঙ্গে হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। কম ফ্যাট যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত। মিষ্টি জলের মাছ খাওয়া ভালো। ভিটামিন-ই এবং রঙিন ফল ও শাকসবজি জাতীয় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : আমি যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পেয়েছি সেগুলি জিঙ্কোবাইলোবা ইত্যাদি। তবে কখনোই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তার অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। (সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্য ভিত্তিক সাঁতার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা দেওয়া হয় শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

দেবোলাল গার্লোসোর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুমকি ডিমা হাসাও কংগ্রেসের মুখপাত্র সমরজিৎ

হাফলং (অসম), ১৯ মার্চ (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় নির্বাচনি হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ। এবার এই বাগযুদ্ধে শামিল হয়েছেন অগপ নেতা দেবজিৎ থাওসেন। বুধবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনিবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসো অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, পার্বত্য পরিষদে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার সময় তৎকালীন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবজিৎ থাওসেন ২০১২ সালে কার্যনির্বাহী সদস্যদের নিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়ে তা রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এ-নিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের দুই প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবজিৎ থাওসেন ও সমরজিৎ হাফলংবার এবার দেবোলাল গার্লোসোর বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছেন।

কংগ্রেসের মুখপাত্র সমরজিৎ হাফলংবার দেবোলাল গার্লোসোর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করার হুমকি দিয়েছেন। সমরজিৎ হাফলংবার বলেন ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েত রাজ প্রবর্তন করা নিয়ে কংগ্রেস দল কোনও দিন পোষকতা করে নি। তিনি বলেন পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তনের বিষয়টি সংবিধানের একাদশ অনুসূচি এবং ষষ্ঠ অনুসূচিতে রয়েছে। পরিষদে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তৎকালীন রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু পরিষদের বর্তমান সিইএম এনিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে গুরুতর অভিযোগ তুলে সমরজিৎ বলেন, হাফলং শম্ভুধন রাজিতে এক নির্বাচনী জনসভায় বলেন ২০১৫ সালে উমরাংশু নিপকোর জমির পাট্টা নবীকরনের সময় তিনি নাকি উৎকোচ নিয়েছিলেন। এনিয়ে বলতে গিয়ে সমরজিৎ হাফলংবার বলতে গিয়ে তিনি ২০১০ সালে পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য ছিলেন এই অবস্থা নিপকোর জমির পাট্টা নবীকরনে উৎকোচ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে খণ্ডন করে বলেন, এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ পুনরায় উত্থাপন করলে দেবোলাল গার্লোসোর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন।

এদিকে পার্বত্য পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবজিৎ থাওসেন বলেন, ডিএইচডি উভয় জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে মস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এতে ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব ছিল এবং ২০১২ সালে ডিমা হাসাও জেলায় যাতে পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন না হয় এবং ষষ্ঠ অনুসূচির যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সে নিয়ে তার নেতৃত্বে পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছিল।

কিন্তু ২০১৯ সালে দেবোলাল গার্লোসোর নেতৃত্বে পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটি এই ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে রাজ্যপালের কাছে পত্র প্রেরণ করে। ২০১৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসোর অনুমোদনের পর ডিমা হাসাও জেলায় পঞ্চায়েতরাজ প্রবর্তন নিয়ে সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলে মন্তব্য করে দেবজিৎ থাওসেন বলেন, এবার নিজের দোষ অন্যের কাধে চাপাতে চাইছেন দেবোলাল গার্লোসো। এনিয়ে ডিমা হাসাও জেলার জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইছেন তিনি।

খেলা নয় উন্নয়ন হবে, দুর্গাপুরে শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটানোই লক্ষ্য বিজেপি প্রার্থী লক্ষণের

জয়দেব লাহা

দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ (হি. স.) : স্বাধীনতার দীর্ঘ দশ বছর পর শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল। দামোদর নদীর ওপর ব্যারেজ তৈরী। তারপর একের পর রাস্ট্রায়ত্ত কারখানা। ওইসব কারখানা থেকে নানান বেসরকারী অনুসারী শিল্প গড়ে ওঠে দুর্গাপুরে। ২০০০ সালের পর লোকসানে চলা একের পর এক শিল্পে বন্ধ হতে শুরু করে। কেন্দ্রে বিজেপি সরকার। এবার বাংলাতেও ডবল ইঞ্জিন সরকারের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরুয়া শিবির। পাখির চোখ বাংলার মসনদ। আর প্রার্থী ঘোষণা হতেই শিল্পের পুনুরুজ্জীবনের ডাক দিয়ে প্রচার শুরু করল দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী অমিতাভ ব্যানার্জী।

গত ২০১৭ পুরসভা নির্বাচন থেকে শিল্পশহরের বড় ইস্যু বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পুনরুজ্জীবন। তার সঙ্গে সেইলের অ্যালয় স্টীল বিলগ্নিকরন ঠেকানো। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরে রাস্ট্রায়ত্ত এমএএমসি, এইচএফসি, বিওজিএল, বার্ন স্ট্যান্ডার্ডের মত কারখানা বন্ধ। রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে নষ্ট হচ্ছে কয়েক’শ কেটি টাকার সরকারি সম্পত্তি। আবারও শিল্পশহরে ওই ইস্যুকে সামনে রেখে আগামী ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে সুর চড়িয়েছে সংযুক্ত মোর্চা ও তৃণমূল। এবারে দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন লক্ষণ ঘড়ুই। তিনি বিজেপির সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি। কাঁকসার বাবনাবেড়া গ্রামের বাসিন্দা। পড়াশোনা গ্রামের স্কুলের পাশাপাশি দুর্গাপুর টিএন স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। সেখানে প্রত্যেকটি শিক্ষাবর্ষ শেষ করেন। এমনকি ১৯৮৯ -৯২ সাল পর্যন্ত বিস্তারক ও প্রচারক ছিলেন। রামমন্দির আন্দোলনে সামিল হন। এবং বেনারসে ১৫ দিন জেলও খাটেন। তারপর থেকে রাজনীতির হাতেখড়ি। অবিভক্ত বর্ধমান জেলায় বিজেপির কাঁকসা ব্লকে সম্পাদক ও তিনবার সভাপতির দায়িত্ব সামলান। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছিলেন। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে তৎকালীন বিজেপি প্রার্থীর এজেন্টের দায়িত্ব সামলান। এবং পরবর্তী ২০১১ সালে দুর্গাপুর পুর্ব বিধানসভা আসনে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। জয়ী না হলেও সেবারে ৭৪৪৯ ভোট পেয়েছিলেন। তারপর বিজেপির আসানসোল সাংগঠিন জেলার সাধারন সম্পাদক থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে লক্ষণ ঘড়ুইকে আসানসোল জেলা সভাপতি করে বিজেপি। তার আগে দলের আসানসোল জেলার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তখন থেকেই সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়ের অত্যন্ত কাছের লোক বলেই পরিচিত ছিলেন। সভাপতি হওয়ার পর জেলা দুই গুরুত্বপুর্ন শহরে দু-দুবার প্রধানমন্ত্রীর জনসভা, দু-দুটি রাজ্য কার্যকরনী, একাধিক সভা করে সাফল্যের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ২০১৭ সালের পর সাংগঠিনক ক্ষেত্রে দলকে চাঙ্গা করছেন বলে দলিয়কর্মীদের অভিমত। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে দুদুটি আসন দলের দখলে এসেছে। এমনকি বিধানসভা ভিত্তিক ফলাফলে জেলার ৯ টি বিধানসভায় বিজেপি এগিয়ে। তবে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে দলের একাংশ লক্ষণ ঘড়ুইয়ের ওপর যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল। কখনও আবার দলের চিন্তন শিবির স্থলে প্রকাশ্যে তার ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কর্মীরা। গত নভেম্বর মাস থেকে বিজেপির সাংগঠনিক পুনর্গঠন শুরু হয়। বেশ কিছু জেলায় জেলা সভাপতি নতুন ঘোষিত হয়। আসানসোল জেলা সভাপতি ঘোষনা না হওয়ায় জল্পনা চলছিল দলের অন্দরে। শনিবর সব জল্পনার অবসান হয়। লক্ষণ ঘড়ুইকে পুনরায় আসানসোল জেলাসভাপতি নির্বাচিত করে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। নাম ঘোষনা হতেই লক্ষন ঘড়ুইয়ের অনুগামীদের বাঁধভাঙা উচ্ছাস শুরু হয়। তারপর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর পশ্চিম আসন থেকে প্রার্থী করা হয়। রাজ্যজুড়ে গেরুয়া ঝড় উঠলেও শিল্পশহরে আসন দখল করা বিজেপির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের দশকে দামোদরের ওপর ব্যারেজ নির্মান করে দুর্গাপুরের বুকে একের পর রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা গড়ে। সেইলের দুর্গাপুর ষ্টীল, অ্যালয় স্টীল কারখানা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, এমএএমসি, বিওজিএল, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজারের মতো সারকারখানা গড়ে ওঠে। তার পাশাপাশি বেসরকারী নানান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে ওঠে। শিল্পের পাশাপাশি একের পর এক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষনাগার, নানান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, স্কুল কলেজ হাসপাতাল গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে উন্নতি ঘটে দুর্গাপুর ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি। এপর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। ২০০০ সালের পর থেকে শিল্পশহরে অশনি সঙ্কেত নেমে আসে। এমএএমসি, বিওজিএল, এইচএফসি, বার্নস্ট্যান্ডের মত রাস্ট্রায়ত্ত কারখানা বন্ধ হয়। এখনও রাষ্ট্রায়ত্ত অ্যালয় স্টীল কারখানার ওপর বিলগ্নিকরনের খাঁড়া ঝুলছে। এসবই এখন তৃণমূল ও সংযুক্ত মোর্চার বড় ইস্যু। তৃণমূলের এবারে দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন ”ডাকাবুকো” বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত। স্বাভাবিকভাবে শিল্পশহরে তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। গত ২০১৬ সালে দল প্রার্থী না করায় কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলেন। ১লক্ষ ৮ হাজার ১৭৩ ভোট পেয়েছিলেন। এবং জয়ীও হয়েছিলেন। সেবারে তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন অপুর্ব মুখার্জী। বছর ঘুরতেই আবারও তৃণমূলে যোগ দেন বিশ্বনাথ পাড়িয়াল। অপুর্ববাবু এখন তৃণমূলের জেলা সভাপতি। এবার আর দল অপুর্ববাবুকে প্রার্থী করেননি। আর তাতে অপুর্ব অনুগামীদের গোঁসা হয়েছে। তবে মাস ছয়েক ধরে তৃণমূলে এক প্রকার কোনঠাসা হয়ে পড়ছিলেন। এবং বেশ কিছু বিষয়ে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দেন। একসময় খবর চাউর হয়েছিল তিনি এবার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। কিন্তু যাননি। তবে একসময়ের তার এক অনুগামী বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। এবারে বিশ্বনাথবাবু তৃণমূলের প্রার্থী। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে দুর্গাপুরে দুটি আসনে বিজেপি অনেক এগিয়ে। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা এলাকায় বিজেপি ভোট পেয়েছিল ১ লক্ষ ৯ হাজার।স্বাভাবিকভাবেই ওই আসনে বিজেপি জয়ের আশা দেখছে। তবে বিশ্বনাথবাবু জানান,’ আমার হাতিয়ার বেকারদের কর্ম সংস্থান। স্থানীয়দের চাকরীতে অগ্রধিকার। বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা চালু করতে হবে। বিজেপি দেশটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রাষ্টায়ত্ত কারখানা বিক্রি করে দিচ্ছে।’ তবে বিজেপি প্রার্থী লক্ষন ঘড়ুই জানান,’ আগামী ২০২১ সাল শিল্পাঞ্চলের বুকে বড় চ্যালেঞ্জ। তৃণমূলকে পরাজিত করাই মুল্য লক্ষ্য। দলীয়কর্মীরা যেভাবে পাশে ছিল, দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এভাবেই আগামীদিনেও থাকবে।’ তিনি আরও বলেন,’ খেলা নয়, উন্নয়ন করব। শিল্পের উন্নয়ন। দুর্গাপুরে রাজ্য সরকারের ডিপিএল, ডিএসএলের মত কারখানা ধুঁকছে। বন্ধ শিল্পকারখানার পুনুরুজ্জীবন করা হবে। বেকারত্ব দুর করব। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ব। তবেই হবে সোনার বাংলা।’

আশীর্বাদ প্রার্থনা বিজেপি-র তারকাপ্রার্থী ডঃ অনির্বান গাঙ্গুলির

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : প্রচারের শুরুতে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন বিজেপি-র তারকাপ্রার্থী অনির্বান গাঙ্গুলি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর স্নেহভাজন, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা অনির্বান সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, “দেশ বিদেশের মানুষ আজও বীরভূমকে তাদের কৃষ্টি এবং বাংলার সংস্কৃতির এক প্রধান স্থান বলে বিশ্বাস করে। যেখানে বৈরাগীর আকাশের তলে মন মাতে বাউলের সুরে, কেন্দুবিল্ব আর সে নানুর জয়দেব -চন্ডীদাসের ধাম, আছে নলহাটির নলাটেশ্বরী, তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপার নাম ; কোপাই নদীর তীরে কংকালীতলা, ফুল্লরার মা লাভপুরে, চন্ডীভবনে ভান্ডেশ্বর শিব, পাশে তার গোপাল করেন লীলা। আছেন সাঁইথিয়ার নন্দিকেশ্বরী, দুবরাজপুরের মামা-ভাগ্নে শিলা, নিত্যানন্দের জন্মভূমি থেকে শুরু করে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের সাধের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বীরভূম কৃষ্টি, সংস্কৃতির এক আদিস্থল।

বহু প্রাচীন ভূমি এই বীরভূম। এখানকার অরণ্য,পাহাড়,নদ-নদী, পত্রবন ইতিহাসপূর্ব যুগ হতে বিদ্যমান। এ জেলার যে কয়েকটি স্থানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে উৎখনন করা হয়েছে তাদের সবকটিতেই প্রকৃত ইতিহাসের, যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্নপ্রমাণ পাওয়া গেছে। বীরভূম একসময় সুগভীর অরণ্যে সমাবৃত ছিল। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে বাঘ, ভাল্লুক, নেকড়ে, খরগোশ, ময়ূর, শৃগাল নানা জাতির প্রাণী বসবাস করত। একটু একটু করে সুপ্রাচীন কাল হতে মানুষের ইতিহাস যখন উন্নতির দিকে যায়, বল্লাল সেন বার্ধক্য কাটিয়ে গেছেন গঙ্গাতীরবর্তী মুনি তপোবনের এই বীরভূম অঞ্চলেই। এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানটিকে বাংলার বহু খ্যাতনামা বিপ্লবী - বুদ্ধিজীবী - লেখক, সাহিত্যিক-কবি-গায়করা বেছে নিয়েছেন তাদের ক্রীড়াভূমি হিসাবে। আজও বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে এই রাঢ় বাংলা এক অনন্যসাধারণ সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। বহুদিনব্যাপী বাংলার সংস্কৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টির একাধিপত্য শাসন দেশের সামাজিক ইতিহাস, সামাজিক চিন্তা থেকে দেশের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। একটু একটু করে পার্টির একনায়কতান্ত্রিক শাসনে বীরভূম হয়ে উঠেছিল কমিউনিস্টদের শক্ত ঘাঁটি এবং বাংলার সংস্কৃতি, ইতিহাস চিন্তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

অনুন্নয়ন, দীর্ঘদিনের বেকারত্বের জ্বালা বীরভূমের সংস্কৃতির আদিস্তর থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ যখন তৃণমূল কংগ্রেসের উপর ভরসা রাখলেন এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় আনলেন, তখনও সেই ধারা বজায় রইল। ক্ষমতার হস্তান্তর হল বটে কিন্তু পরিবর্তন হল না। সেই বীরভূম তথা বোলপুরের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের তাগিদে, তার কৃষ্টি-ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, আপনাদের আর্শীবাদ নিয়ে। বোলপুরের মানুষের সেবা করার সুযোগ, কেবলমাত্র বোলপুরের মানুষের সেবা করার সুযোগই নয় বাংলার সংস্কৃতিকে অনন্যসাধারণতা দান করার এক অন্যতম প্রয়াস। তাই বোলপুরের মানুষের কাছে অনুরোধ সাথে থাকুন, পাশে থাকুন। বাংলার তথ্য সংস্কৃতিকে, বাংলার কৃষ্টিকে, অবদানকে সুপ্রতিষ্ঠিত আমাকে আশীর্বাদ করুন।“হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পরিচারিকাকেও প্রার্থী করল বিজেপি

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : তীব্র দারিদ্র্যের কারনে পড়াশোনা বেশি দূর হয়নি। প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পেরনোর আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বিয়ের পরেও দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী। স্বামী প্লাম্বার। তাতে সংসার চলে না। তাই আরও অর্থ উপার্জনের জন্য ৩২ বছরের বধূকে পরিচারিকার কাজ শুরু করতে হয়েছে।

দৈনন্দিন এসব সংগ্রামের মাঝেই কিন্তু পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের পরিচারিক কলিতা মাজি এবার নামছেন অন্য লড়াইয়ে। একুশের বিধানসভা ভোটে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম থেকে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী তিনিই। বৃহস্পতিবার র সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতিও শুরু করেছেন। তপশিলি জাতি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত বীরভূম জেলা লাগোয়া পূর্ব বর্ধমান জেলার এই আউশগ্রাম আসন। দীর্ঘদিন বামপন্থীদের হাতে থাকা এই আসন থেকে জিতে বিধানসভায় গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের অভেদানন্দ থান্ডার। এবার এই আসনটিতে জয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী বিজেপি। দরিদ্র পরিবারে মহিলা কলিতা মাঝিকে প্রার্থী করে বিজেপি সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত করতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

গুসকরা পুর এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কলিকা মাজি র পরেই অবশ্য গৃহস্থবাড়িতে বলে এসেছেন, “আমাকে মাস দেড়েক ছুটি দিন। ভোটের জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে।” এর পরেই তিনি চলে আসেন স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানান দলের কর্মীরা। এক ছেলে পার্থ মাঝি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। গুসকরা শহরের তিনটি বাড়িতে ঠিকাচুক্তিতে পরিচারিকার কাজ করেন কলিতা। ভোরের আলো ফুটতেই কাজে বেড়িয়ে পড়েন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলকোটের কাশেমনগরে বাপের বাড়ি কলিতাদেবীর। বাবা মারা গিয়েছেন। ৭ বোন, এক ভাই তাঁরা। বাবা জনমজুরি করতেন। কলিতা মাঝি বলেন, “টাকার অভাবে পড়াশোনা বেশি দূর করতে পারিনি। এই আপশোস সারাজীবন থাকবে। তবে ভোটে জিতলে আমি গরিব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দারিদ্র্যের যন্ত্রণা আমি বুঝি।” বিজেপির আউশগ্রাম বিধানসভা এলাকায় বিজেপির সহ-আহ্বায়ক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আমাদের দল গরিব মানুষের স্বার্থে লড়াই করে। একজন সামান্য পরিচারিকাকে প্রার্থী করে দল সেটা বুঝিয়ে দিল। আমাদের প্রার্থীই জয়ী হবেন। এটা আমরা নিশ্চিত।” তবে কলিতার সামনে এখন অনেক বড় লড়াই। দৈনন্দিন কাজ থেকে ছুটি পেলেই সেই লড়াইয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাতে পারবেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নকশালবাদ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সিআরপিএফ : ডিজি

গুরুগ্রাম, ১৯ মার্চ (হি.স.): নকশালবাদ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। একইসঙ্গে বিভিন্ন তীর্থস্থানের নিরাপত্তার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করে সিআরপিএফ। শুক্রবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে সিআরপিএফ-এর ৮২ তম বার্ষিকী প্যারেডে এই মন্তব্য করেছেন সিআরপিএফ-এর ডিজি কুলদীপ সিং। তিনি বলেন, ’নকশালবাদ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সিআরপিএফ। উত্তর-পূর্বে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও রাম জন্মভূমি, বৈষ্ণোদেবী মন্দির এবং অমরনাথের মতো বিভিন্ন তীর্থস্থানের নিরাপত্তার দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করে সিআরপিএফ।’

দেশের সুরক্ষার পাশাপাশি নির্বাচনেও সিআরপিএফ-এর কতটা গুরুত্ব রয়েছে সেই কথাও বলেছেন সিআরপিএফ-এর ডিজি। ডিজি কুলদীপ সিং বলেছেন, ’নির্বাচনের জন্য যখনই কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজন হয়, তখনই সিআরপিএফ মোতায়েনের জন্যই বলে থাকে রাজ্যগুলি।’ এদিনের প্যারেডে উপস্থিতি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাইও।

এবার ক্রিস গেইল, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে মোদীকে ধন্যবাদ-বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.): ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য ফের এল ধন্যবাদ-বার্তা, প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ধন্যবাদ-বার্তা এসেছে ভারতীয় নাগরিক এবং ভারত সরকারের জন্যও। ভিভিয়ান রিচার্ডস, জিমি অ্যাডামস, আন্দ্রে রাসেলের পর এবার ক্রিক্রেটার ক্রিস গেইল। জামাইকায় করোনার টিকা পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে জন্যই প্রধানমন্ত্রী ও ভারতকে ধন্যবাদ জানালেন ক্রিস।

ভিডিও-বার্তায় ক্রিস গেইল জানিয়েছেন, ’জামাইকাতে ভ্যাকসিন পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী, ভারত সরকার এবং ভারতীয় নাগরিকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ।’ উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ ‘ভ্যাকসিন মৈত্রী’ প্রকল্পে ৫০ হাজার করোনাভাইরাসের টিকা ভারত থেকে জামাইকায় পৌঁছয়। তখনই রিচার্ডস, রিচি রিচার্ডসন, জিমি অ্যাডামস, রামনরেশ সারওয়ানরা ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। জামাইকার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হলনেসও ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। এবার ক্রিস ধন্যবাদ জানালেন মোদীকে।

সিআরপিএফ নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেছে : নিত্যানন্দ রাই

গুরুগ্রাম, ১৯ মার্চ (হি.স.): রাম জন্মভূমি হোক অথবা বৈষ্ণোদেবী মন্দির, সমস্ত পবিত্র স্থান সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব যাযভাবে পালন করে চলেছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। শুক্রবার হরিয়ানার গুরুগ্রামে আয়োজিত সিআরপিএফ-এর ৮২ তম বার্ষিকী প্যারেডে অংশ নিয়ে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। সিআরপিএফ-এর ৮২ তম বার্ষিকী প্যারেডে বাহিনীর সমস্ত সাহসী জওয়ান ও অফিসারদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন নিত্যানন্দ রাই। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ’রাম জন্মভূমি, কৃষ্ণ জন্মভূমি, কাশি বিশ্বনাথ মন্দির অথবা বৈষ্ণোদেবী মন্দিরই হোক, প্রতিটি স্থানের সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব যাযভাবে পালন করে চলেছে সিআরপিএফ।’

সিআরপিএফ-এর সমস্ত সাহসী জওয়ান ও অফিসারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিত্যানন্দ রাই বলেছেন, ’বাহিনীর সমস্ত সাহসী অফিসার ও জওয়ানদের হার্দিক শুভেচ্ছা। দেশের মানুষ জানেন, আপনাদের ত্যাগ দেশের ঐক্যকে শক্তিশালী করে। দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া ২,২০০ জন জওয়ানকে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।’ জম্মু- কাশ্মীরে ভয়াবহ পুলওয়ামা হামলার স্মৃতিচারণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, ’পুলওয়ামা হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করতেও আমরা দ্বিধাবোধ করি না।’

সিঙ্গুরের মানুষ বিশ্বাস করেন বেঁচে থাকার ন্যূনতম নিশ্চয়তা আমরাই দিতে পারি : সৃজন ভট্টাচার্য

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.): বহিরাগত ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিন বিজেপি-র বিরুদ্ধে অস্ত্র শানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে। প্রায় সেভাবেই প্রার্থী হওয়ার পর সিপিএমের সৃজন ভট্টাচার্য সিঙ্গুরে যাওয়া ইস্তক প্রথম রাউন্ডেই তাঁকে বহিরাগত তকমা দেওয়ার চেষ্টা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জবাব দিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি ভবানীপুর থেকে নন্দীগ্রামে গিয়ে প্রার্থী হতে পারেন, আমি কেন কসবা থেকে এসে সিঙ্গুরের প্রার্থী হতে পারব না? প্রশ্নটা এভাবে অঙ্কুরেই নিস্ক্রিয় করে দেন সৃজন। ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে ঘটনাটা জানালেন সাউথ পয়েন্ট, নব নালন্দা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সৃজন। বয়স সবে ২৭ ডিঙিয়েছেন। আগামী বিধানসভা ভোটে রাজ্যের নবীন প্রার্থীদের অন্যতম। স্কুলের গন্ডি ডিঙোনোর আগেই এসএফআইয়ের শরিক। ২০১৫ থেকে ওই ছাত্র সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য, ‘১৭ থেকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক, ১৯-এ সিপিএমের রাজ্য কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য। ভবিষ্যতে দলের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় মুখগুলোর অন্যতম।

যে সিঙ্গুর চলতি শতকের প্রথম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে দিনের পর দিন জাতীয় সংবাদের শিরোনামে ঠাঁই করে নিয়েছে, সিপিএমের বিদায়ঘন্টা বাজানোর মুখ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, দল সেই সিঙ্গুরেই সৃজনকে পাঠিয়েছে বিধানসভায় সিপিএমের প্রার্থী করে। ওঁর নিজের কথায়, “গুরুদায়িত্ব সন্দেহ নেই। কারণ, প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর একজন তৃণমূলের বেচারাম মান্না। আর, বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন গত দু’বারের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, সদ্য তৃণমূল ত্যাগ করে পদ্মফুলে যাওয়া রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ওঁরা দু’জনই এলাকাটাকে হাতের তালুর মত জানেন। আর আমাকে শিখতে হচ্ছে প্রায় অআকখ থেকে। তবে, মানে স্থানীয় কমরেডরা আমার দক্ষ মাস্টারমশাই। ওঁরাই আমার ভরসা।“ প্রার্থী হওয়ার পরদিনই বয়স্ক বাবা আর অধ্যাপিকা স্ত্রী-কে কসবার বাড়িতে রেখে সৃজন ঠাঁই নিয়েছেন সিঙ্গুরে। জানালেন, “আমি এখন মনেপ্রাণে সিঙ্গুরেরই লোক।’

ভোটে জেতার ব্যাপারে যথেষ্ঠ আশাবাদী সৃজন। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে সিঙ্গুর-সহ হুগলির প্রায় সব বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপি যথেষ্ঠ আশাব্যঞ্জক ফল করেছে। তৃণমূলও যথেষ্ঠ শক্তিশালি। এ রকম পটভূমিতে কিসের ভিত্তিতে জয়ের স্বপ্ন দেখছেন? সৃজনের জবাব, “দেখুন ওই দুটো দল মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। তৃণমূলকে পোহাতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার আঁচ। আর, লোকসভা ভোটের পর প্রায় দু’বছর বিজেপি-র নানা সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপে মানুষ বিরক্ত। আগামী ভোটে এর পুরো সুফলটাই আমরা পাব। এ ছাড়াও, বাম মনোভাবাপন্ন অনেকে গত লোকসভা ভোটে পদ্মফুলে ছাপ দিয়েছিলেন। এবার তাঁরা কিন্তু ভোট দেবেন কাস্তে হাতুড়িই।”

স্থানীয় বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করেন, বিজেপি জিতলে আর কিছু না হোক সিঙ্গুরে শিল্প হবেই। এই সরল সত্যটা পদ্মের ওজন এখানে বাড়িয়ে দিয়েছে। এটা কি অস্বীকার করতে পারেন? সৃজনের জবাব, “দেখুন আজ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য থেকে মুকুল-লকেট বিজেপি-র যাঁরা এই আশা দিচ্ছেন, আন্দোলনের সময়ে তাঁরা সবাই ছিলেন চরম শিল্প-বিরোধী। ক’বছরের মধ্যে সব রাতারাতি শিল্পপ্রেমী হয়ে যাবেন এটা কেউ বিশ্বাস করবে?’ কিন্তু কিসের আশায় সিঙ্গুরের লোক কাস্তে হাতুড়িতে ছাপ দেবে? “খুব সহজ উত্তর রোটি, কাপড়া আউর মকান। লোকে বিশ্বাস করে বেঁচে থাকার ন্যূনতম নিশ্চয়তা আমরাই দিতে পারি।’ সিঙ্গুরে ভোট ১০ এপ্রিল।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

ড্রোন ব্যবহারে অভিষেক হতে পারে যেসব ড্রোনের মাধ্যমে

দাম ও সামর্থ্যের বিচারে ড্রোন নানা প্রকারের হয়ে থাকে। অনেক দামী ড্রোনও আছে যা সহজেই ব্যবহার করা যায়। স্পর্শ করেই এসব ড্রোন উড়ানো যায় আবার ড্রোনকে নামিয়ে আনা যায়। আবার দামে সস্তা হলেও কিছু কিছু মডেলের ড্রোন আছে যেগুলো ব্যবহার করা অনেক সহজ। আকারে ও দামের দিক দিয়ে যেমন নানা রকমের ড্রোন আছে তেমনি একেক মডেলের ড্রোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। রেসিং, ছবি বা সেলফি তোলার জন্যও ড্রোন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যারা আগে কখনো ড্রোন ব্যবহার করেননি তাদের জন্য কিছু ড্রোন নিয়ে সম্প্রতি একটি ফিচার প্রকাশ করেছে মার্কিন সাময়িকী ফোর্বস। স্ন্যাপটেইন এস৫সি ওয়াইফাই এফপিভি ড্রোন আমাজন থেকে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে এ ড্রোন। এক টাচেই ড্রোনটি উড়ানো ও নামিয়ে আনা যায়। নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ন্যাপটেইন ড্রোনটি শূন্যে ভাসিয়ে রাখা যায়। ৭২০পি ভিডিও ট্রান্সমিশন থেকে ৮০ মিটার দূরত্ব পর্যন্ত, গেমপ্যাড স্টাইল কন্টোলার, ড্রোন কী দেখছে তা ভিআর হেডসেটের মধ্য দিয়ে দেখা যায় এ ড্রোনে। এটির প্রতি হাত নাড়ালেই তুলে ফেলবে সেলফি। পোটেনসিক আপগ্রেডেড এ২০ মিনি ড্রোন পোটেনসিক আপগ্রেডেড মিনি ড্রোন বাচ্চাদের জন্যও কিনতে পারেন। খুবই ছোট আকৃতির (৩.৫'অ৩.১'অ১.২৫) এ ড্রোনের গড়ন বেশ মজবুত। এটি খুবই উন্নতমানের ড্রোন, তিনধাপে আপনি ধীরে ধীরে এটির গতি বাড়াতে পারবেন। ড্রোনকে যে কোনো ডিরেকশনে উড়ানো যাবে; এটি রিমোটধারীর অবস্থান বুঝে সাড়া দিয়ে থাকে। ড্রোনটি এ২০ ক্ষুদ্রাকৃতির ভিডিওগেম স্টাইল কন্টোলার ব্যবহার করে। অলটেয়ার এএ১০৮ ক্যামেরা ড্রোন এ ড্রোনকে যে দিকে ইচ্ছা উড়ানো যায়, এতে রয়েছে ১২০ ডিগ্রি ওয়াইড এঙ্গেল ৭২০পি ক্যামেরা, রিমোট যাতে ফোনের দরকার নেই (তবে কাস্টম রুটের ক্ষেত্রে যেখানে আপনি ড্রোনকে নিয়ে যেতে চান সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে পারে), এটি নিজের প্রয়োজনে জরুরি অবতরণ করতে পারে, ভিআর-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটি চলতে পারে, এটির পরিধি ১০০ মিটার। এটি সহজেই উড়ানো যেতে পারে তবে আপনার দক্ষতা বাড়লে আপনি ড্রোনের গতির পরের ধাপে যেতে পারবেন। অর্থ্যাৎ ড্রোনের সক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দক্ষতাও বাড়বে। হাবসান এইচ৫০১ এসড়৪ স্ট্যান্ডার্ড এডিশন জিপিএস সংবলিত এ ড্রোনটির এমন কর্মক্ষমতা আছে যা কম দামী ড্রোন খুব কম সময়ই করে দেখাতে পারে। এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার কাছে ফিরে আসবে কোনো ইনপুট ছাড়াই এবং আশা করা যায় ড্রোনটি এটা করবে কোনো কিছুকে আঘাত করা ছাড়াই। এ ড্রোনের কন্টোলারে আছে ৪.৩ ইঞ্চি এলইডি স্ক্রিন এর মাধ্যমে আপনি ড্রোনের ক্যামেরা ভিউ দেখতে পারবেন। এর কন্টোলারও বেশ আপগ্রেডেড তবে তার জন্য বাড়তি খরচ হবে ৩০ ডলার। এশিন ই৫১১১এস আপনি যদি ড্রোনের আপগ্রেডেড মডেল পেতে অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে চান তাহলে এই ড্রোনটি ক্রয় করতে পারেন। এ ড্রোনে পুরোপুরিভাবে জিপিএস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে, এটি উৎসস্থলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফিরে আসতে পারে এবং এতে ফলো মি মুডও সংযুক্ত রয়েছে। সেলফি তোলা ও হাইকিংয়ের সময়, বাইক চালানোর সময় কিংবা বাইরে আপনার যে কোনো কর্মকাণ্ডের ছবি তুলতে এ ড্রোনের জুড়ি নেই। এতে অরবিট মুড থাকায় এ ড্রোন নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির চারপাশে ঘুরতে থাকে। আপনার পছন্দের মুহূর্তের ছবি ধারণ এবং এটি কোন পথে উড়বে সেটি আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারবেন। ১০৮০ পি ভিডিও ধারণ ও ৪৫ ডিগ্রিতে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে ১৯২০অ১০৮০ পিক্সেলের ছবি তোলা যা। এ ড্রোনের মাধ্যমে উচ্চমাত্রার ও ধীরগতিতে আপনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিডিও ধারণ করতে পারবেন।

রসুন খেলে কি হয়?

রসুনে অ্যালিসিন নামক একটি উপাদান মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়াতে দারুন কাজে আসে। শুধু তাই নয়, হজম ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটে, ব্লাড প্রসোর নিয়ন্ত্রণে থাকে, ত্বক সুন্দর হয়ে ওঠে, ক্ষতের চিকিৎসায় কাজে আসে, হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। জেনে নিন, রসুন খাওয়ার উপকারিতা ... ব্রেনের অসুখ দূরে থাকে : রসুনে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরে প্রবেশ করা মাত্র এমন খেল দেখাতে শুরু করে যে নানাবিধ নিউরোডিজেনারেটিভ অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়। বিশেষত অ্যালঝাইমার্স মতো রোগ দূরে থাকে। হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে : রসুনে থাকা একাধিক উপকারি উপাদান স্টমাকের ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে বদ-হজম এবং নানাবিধ পেটের রোগের প্রকোপ কমে চোখের নিমেষে। জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে : ওয়েদার চেঞ্জের সময় যারা সর্দি-কাশিতে খুব ভুগে থাকেন। তারা আজ থেকেই দু কোয়া রসুন অথবা গার্লিক টি

খাওয়া শুরু করুন। তাহলেই দেখবেন আর কোনও দিন এমন ধরনের শারীরিক সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না। কারণ রসুন শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে খুব শক্তিশালী বানিয়ে দেয়। ফলে ভাইরাসদের আক্রমণে শরীরের কাহিল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে। সংক্রমণ সব দূরে থাকে : রসুনে থাকা একাধিক কার্যকরি উপাদান ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাসসহ একাধিক জীবাণুর সংক্রমণ আটকাতে যে কোনও আধুনিক মেডিসিনের থেকে তাড়াতাড়ি কাজে আসে। প্রতিদিন ১-২ কোয়া রসুন খেলে এমন ধরনের সব রোগের খপ্পরে পরার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। ব্লাড প্রসোর নিয়ন্ত্রণে থাকে : রসুনের মধ্যে থাকা বায়োঅ্যাকটিভ সালফার, রক্তচাপ কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শরীরের সালফারের ঘাটতি দেখা দিলে তবেই রক্তচাপ বাড়তে শুরু করে। এই কারণেই তো দেহের সালফারের ঘাটতি মেটাতে নিয়মিত এক কোয়া করে রসুন খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। ত্বক সুন্দর হয়ে ওঠে : শরীরে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বা টক্সিনের কারণে ত্বকের যাতে কোনও ধরনের ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখে রসুন। সেই সঙ্গে কোলাজিনের মাত্রা স্বাভাবিক রাখার মধে দিয়ে ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিন যদি থেঁতো করা রসুন চুলে লাগানো যায়, তাহল দারুন উপকার মেলে। রক্ত বিষমুক্ত হয় : প্রতিদিন এক গ্লাস গরম পানির সঙ্গে দুটি রসুনের কোয়া খেলে রক্তে থাকা নানা বিষাক্ত উপাদান শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে ত্বক এবং শরীর উভয়ই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ইমিউনিটি বাড়ে : রসুনে থাকা ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস, যা দেহের আনাচে-কানাচে জমতে থাকা ক্ষতিকর টক্সিক উপাদানদের বের করে দেয়। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতি ঘটতে সময় লাগে না। আর একবার ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী হয়ে উঠলে একদিকে যেমন সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে, তেমনি ছোট-বড় কোনও রোগই ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। ক্ষতের চিকিৎসায় কাজে আসে : কেটে গেলে এবার থেকে ক্ষতস্থানে এক টুকরো রসুন রেখে ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দিন। তাহলেই দেখবেন জ্বালা-যন্ত্রণা কমে যাবে। সেই সঙ্গে ক্ষতও সারতে শুরু করবে। রসুনে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান প্রদাহ কমাতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো যন্ত্রণা কমাতে এটি এতটা কাজে লাগে। ক্যান্সারের মতো মারণ রোগ দূরে থাকে : প্রতিদিন রসুন খেলে পাকস্থলী এবং কলোরেকটাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা একেবারে কমে যায়। তাই যাদের পরিবারে এই ধরনের ক্যান্সারের ইতিহাস রয়েছে তারা রসুন খাওয়া কোনও দিন বন্ধ করবেন না। দেখবেন উপকার পাবেন। হাড় শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে : নিয়মিত রসুন খাওয়া শুরু করলে দেহের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটাবি প্রপাটিজের মাত্রা বাড়তে শুরু করে। ফলে একদিকে যেমন নানাবিধ যন্ত্রণা কমে, তেমনি হাড়ের ক্ষয় হওয়ার আশঙ্কাও হ্রাস পায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে। হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে : রসুনে প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রপাটিজ রয়েছে। এই উপাদানটি একদিকে যেমন শরীরে উপস্থিত খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, তেমনি উচ্চ রক্তচাপকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। আর একথা তো সবারই জানা আছে যে এই দুটি জিনিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে তো হার্টের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার আশঙ্কা একেবারেই থাকে না। রক্তে শর্করার মাত্রাকে স্বাভাবিক রাখার মধ্যে দিয়ে ডায়াবেটিসের মতো রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেও রসুনের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে।

অর্ধশত বছর পর সৌরশক্তি প্রযুক্তিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন

প্রায় অর্ধশত বছর পর সৌরশক্তি প্রযুক্তিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। পেরভস্কাইটস নামক এক যৌগের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের সৌর প্যানেল তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন এই সৌর প্যানেলের মডেল বর্তমান মডেলের চেয়ে দ্বিগুণ কার্যক্ষম হবে এবং সম্পূর্ণ ভবন মুড়ে দেওয়ার মতো হবে যথেষ্ট নমনীয়। ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সির বেল ল্যাবে দৈনন্দিন ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য শক্তি উৎপাদনে সক্ষম প্রথম সৌরকোষ তৈরি করা হয়। সে সময় সিলিকনের তৈরি সৌর প্যানেল অত্যন্ত ব্যয়বহুল, এবং সূর্যরশ্মির মাত্র ৬ শতাংশ বিদ্যুতে রূপান্তরে সক্ষম ছিল। এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে সৌর প্যানেলের দাম অনেক কমে এসেছে। বর্তমান যুগের সৌর প্যানেল সূর্যরশ্মির ২২ শতাংশ বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরে সক্ষম। পেরভস্কাইটসের তৈরি সৌর প্যানেল অধিক মাত্রায় শক্তি উৎপাদন সক্ষম এবং এর মাধ্যমে সিলিকনের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত হতে পারে।

অক্সফোর্ড পিভির গবেষকরা ২০১৮ সালে সৌর প্যানেলে সিলিকনের ওপর পেরভস্কাইটসের আবরণী ব্যবহার করে ২৮ শতাংশ শক্তি উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, পরবর্তীকালে ৪০ শতাংশেরও বেশি সক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন এই সৌর কোষের মাধ্যমে কম প্যানেল ব্যবহার করে বেশি শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে সৌর প্যানেল বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা, শ্রম ও সরঞ্জাম কম লাগবে এবং দামেও সাশ্রয়ী হবে।

গবেষণার ফাঁকে অক্সফোর্ড পিভির হেনরি স্নাইথ গুবাঁয়েণ্ণ ও ক্রিস্টোফার কেস। ছবি: সিএনএন

ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং অক্সফোর্ড পিভির সহ-প্রতিষ্ঠাতা হেনরি স্নাইথ সিএনএনকে জানান, ''আমরা যদি নতুন প্রজন্মের শক্তি উৎপাদন প্রযুক্তিতে ফটোভল্টাইক বা পিভি প্যানেলের ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাই, তবে দাম সাশ্রয়ী করার জন্য কাজ করতে হবে। এর একটি উপায় হলো, শক্তি উৎপাদনের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি। পেরভস্কাইটস এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।''

গবেষণার ফাঁকে অক্সফোর্ড পিভির হেনরি স্নাইথ গুবাঁয়েণ্ণ ও ক্রিস্টোফার কেস। ছবি: সিএনএ

পেরভস্কাইটস কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ছায়াযুক্ত এবং মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে, এমনকি ঘরের ভেতরও সিলিকনের চেয়ে ভালোভাবে কাজ করে। অক্সফোর্ড পিভি জানায়, পেরভস্কাইটস ভবিষ্যতে সিলিকনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করবে। ''টেমিং দ্য সান: ইনোভেশন টু হারনেস সোলার এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার দ্য প্ল্যানেট'' বইয়ের লেখক ও শক্তি বিশেষজ্ঞ বরুণ শিবরাম বলেন, ''সামনের দিনগুলোতে সৌর প্যানেলে পেরভস্কাইটস আবরণীর ব্যবহার শক্তি উৎপাদনের কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করবে, সৌর প্যানেলের ব্যবহৃত ওজন কমিয়ে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির স্থানান্তর ব্যয় হ্রাস করবে।'' তিনি জানান, প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে ভবিষ্যতে পেরভস্কাইটস স্প্রে করে অথবা নমনীয় পৃষ্ঠে মুড়িয়ে ব্যবহার করাও সম্ভব হবে। এছাড়াও অর্ধস্বচ্ছ পেরভস্কাইটস আবরণী কোনো ভবনের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠে মুড়ে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

অক্সফোর্ড পিভি বর্তমানে জার্মানির ব্র্যান্ডেনবার্গে কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী সৌর কোষ নির্মাণের কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, সৌর কোষের মাধ্যমে নির্মিত এই নতুন প্রযুক্তি সৌর প্যানেল ক্রয় ও স্থাপনের কাজে এক হাজার ডলায় ব্যয় হ্রাস করবে। পেরভস্কাইটসের নমনীয়তা পরখ করছেন সাউল টেকনোলজির টিম। ছবি: সাউল টেকনোলজি ভারসাভা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সাউল টেকনোলজিও পেরভস্কাইটস নির্ভর সৌর প্যানেল নির্মানের কাজ করছে। এ কাজে ১০ মিলিয়ন ইউরো অর্থায়ন করেছে পোলিশ ফটোভল্টাইক প্রতিষ্ঠান কলাম্বাস এনার্জি। গত মাসে সাউল টেকনোলজির ভারসাভার কারখানায় ইঙ্কজেট প্রিন্টারের মাধ্যমে পেরভস্কাইট সৌর কোষ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি সামনের বছরের শুরুতে সুইডিশ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি স্কানস্কা গ্রুপকে নতুন এই সৌর প্যানেল সরবরাহের চুক্তি করেছে। স্কানস্কা গ্রুপ জানিয়েছে, তারা প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে প্রিন্টেড সৌর কোষের ব্যবহার শুরু করবে। সাউল টেকনোলজির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ওলগা মালিনকিয়েউইকজ বলেন, ''নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের সামগ্রিক অবস্থাই বদলে দেবে পেরভস্কাইটস। কারণ, এটি যে কোনো ধরনের আবহাওয়ায়ই ভালো কাজ করে। একে যেকোনো প্রয়োজনে পরিমার্জন করে ব্যবহার করা সম্ভব। স্থপতিরাও তাদের কাজের জন্য এটি পছন্দ করবেন।''

রোজায় হৃদরোগীদের যত্ন ও করণীয়

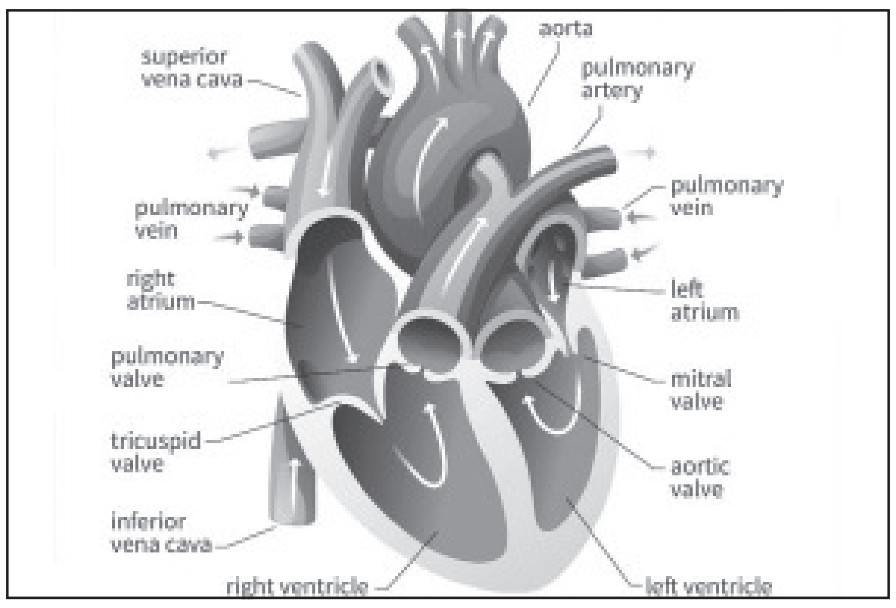

রোজার সময়ে মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপের পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণের সময়সূচি, ঘুমের সময় ও পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। একজন সুস্থ স্বাভাবিক পূর্ণ বয়স্ক মানুষ যেভাবে এ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে তা একজন অসুস্থ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই এ বিষয়ে কিছু বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রায়শই দেখা যায় যে, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের অনেকের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অ্যাজমা, কিডনির অক্ষমতা ইত্যাদি পাশাপাশি অবস্থান করে। ফলে রোজার সময় খাদ্যাভ্যাস ও ওষুধপত্র নতুন করে সময়োপযোগী করে নিতে হবে- ১। যাদের হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা কম ২৫ শতাংশ এর নিচে) তাদের রোজা না রাখাই ভালো। ২। যাদের হার্ট দুর্বল, বেশি মাত্রায় ডায়াবেটিস আছে, কিডনির সমস্যা আছে তাদেরও রোজা না রাখাই ভালো। (প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন) ৩। যেসব হৃদরোগীর হার্টের পাম্পিং ক্ষমতা স্বাভাবিক তারা অন্য সবার মতো রোজা রাখতে পারবেন। ৪। হৃদরোগীদের সাধারণত কয়েকটি ওষুধ নিয়মিত খেয়ে যেতে হয়। বেশিরভাগ ওষুধ দিনে একবার বা দুবার খেলেই হয়। যেসব ওষুধ দিনে একবার খেলে চলে রোজার সময় সেগুলো রাতের খাবারের সময় নিলেই চলবে। যেসব ওষুধ দিনে দুবার খেতে হবে সেগুলো ইফতার ও সাহরির সময় খেলে চলবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন দুই ডোজের মধ্যবর্তী সময়টি সংক্ষিপ্ত না হয়। বিশেষ করে প্রেসারের ওষুধ পর্যাপ্ত ফারাক দিয়ে সেবন করতে হবে। রোজার সময়ে খাদ্য ও পানির পরিমাণ কমে যাওয়ায় প্রেসার কমে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে মাত্রা কমানো যেতে পারে। হৃদরোগের কিছু কিছু ওষুধ সকালে ও বিকালে খেতে হয়, রোজার সেগুলো সাহরি ও ইফতারির সময়ে সমন্বয় করা যায়। কিছু ওষুধ দিনে তিনবার নিতে হয় সেগুলো স্লো রিলিজ ফর্মে দিনে একবার বা দুবারে খাওয়া যায়। ৫। হৃদরোগীদের মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। দিনের দীর্ঘ সময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করায় রক্তে সুগারের পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেললে বা মাথা ঝিমঝিম করলে, বুক ধড়ফড় করে প্রচুর ঘাম দিলে সুগারের মাত্রা কমে যেতে পারে বলে সন্দেহ করতে হবে। এবং তৎক্ষণাৎ সুগার পরীক্ষা করা সম্ভব হলে করতে হবে। পরীক্ষা করা সম্ভব না হলে হাতের কাছে চিনি জাতীয় যা কিছু পাওয়া যায় দ্রুত খেয়ে রোজা ভেঙে ফেলতে হবে। পরবর্তীতে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে ওষুধের মাত্রা ঠিক করতে হবে। তবে রোজার সময় যেসব ওষুধ দ্রুত রক্তের সুগার কমায় তা এড়িয়ে চলা উত্তম। ইনসুলিন এর ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইনসুলিনের মেজর অংশটি ইফতারের সময় নিলে ভালো, আর স্বল্প মাত্রাটি সাহরির সময় নিতে হবে যাতে দিনের দীর্ঘ সময়ে সুগার কমে না যায়। ৬। হৃদরোগীদের মধ্যে যাদের অ্যাজমা আছে তাদের মুখের ওষুধ গ্রহণে তেমন সমস্যা হয় না।

জেনে নিন কাঁঠালের বিচির গুণাগুণ

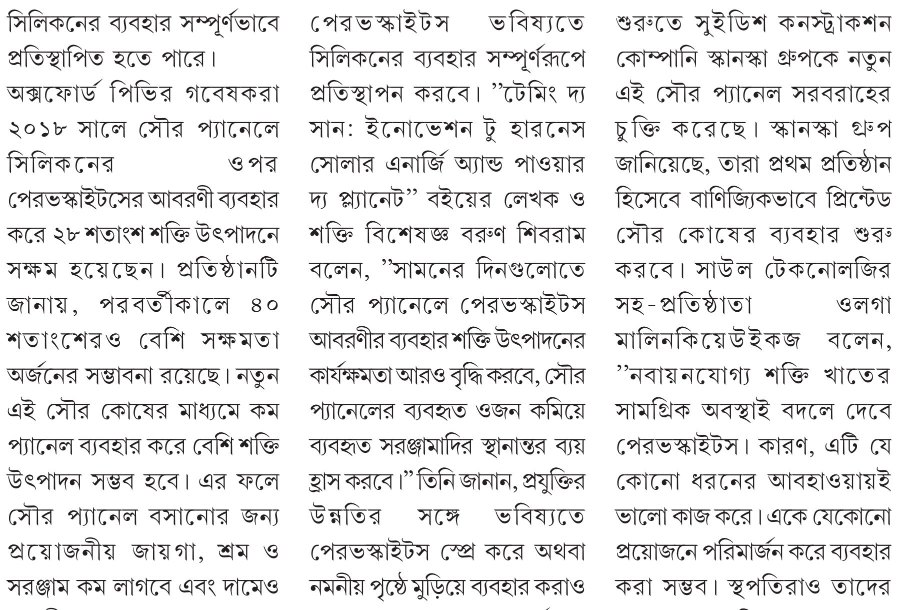

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। এটি শুধু বাংলাদেশে নয়, এশিয়াজুড়েই খুব জনপ্রিয় একটি ফল। দেশে কাঁঠালের এখন ভর মৌসুম চলছে। প্রোটিন, ভিটামিন ও পটাসিয়াম সমৃদ্ধ এই ফল গরমে শরীর সুস্থ রাখার পক্ষে একেবারে আদর্শ। তবে শুধু ফলেই নয়, গুণ রয়েছে বিচিতেও। গবেষণা বলছে, কাঁঠালের বিচি খেলে শরীরের কোনও ক্ষতি তো হয়ই না, উল্টো অনেক উপকার হয়। কাঁঠালের বিচিতে রয়েছে থায়ামিন, রাইবোফ্লেবিন নামে দুটি উপাদান, যা দেহে এনার্জির ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। পুষ্টিবিজ্ঞানীদের তথ্যানুযায়ী, প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী কাঁঠালের বিচিতে শক্তি পাওয়া যায় ৯৮ ক্যালরি। এতে কার্বোহাইড্রেট ৩৮.৪ গ্রাম, প্রোটিন ৬.৬ গ্রাম, ফাইবার ১.৫ গ্রাম, চর্বি ০.৪ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ০.০৫ থেকে ০.৫৫ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ০.১৩ থেকে ০.২৩ মিলিগ্রাম, আয়রন ১.২ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম ২ মিলিগ্রাম ও পটাসিয়াম ৪.০৭ মিলিগ্রাম রয়েছে। কাঁঠালের বিচি ভিটামিন বি-১ ও ভিটামিন বি-১২ এর ভালো উৎস। এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-সি, থায়ামিন, নায়াসিন, লিগন্যান, আইসোফ্ল্যাভোন ও স্যাপোনিনের মতো ফাইটো ক্যামিক্যালস। কাঁঠালের বিচি বিভিন্ন উপায়ে খাওয়া যায়। তারকারি হিসেবে কিংবা ভর্তা করেও খাওয়া যায়। অনেকেরই পছন্দ কাঁঠাল বিচির হালুয়া। যেভাবেই খাওয়া হোক না কেন পুষ্টিগুণ একই।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপি প্রধান মুখপাত্র। ছবি ঃ নিজস্ব

সংক্রমণ ঠেকাতে শনি-রবিবার বন্ধ থাকবে শপিং মল, ঘোষণা আমেদাবাদ পুরসভার

আমেদাবাদ, ১৯ মার্চ (হি. স.) : শনি এবং রবিবার বন্ধ থাকবে শহরের সমস্ত শপিংমল এবং মাল্টিপ্লেক্সগুলি। করোনা সংক্রমণ রুখতে এই ঘোষণা করল আমেদাবাদ পুরসভা। শুক্রবার পুরপ্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গুজরাটের আমেদাবাদ পুরসভার যুক্তি, শনি এবং রবিবার শহরের শপিংমল এবং মাল্টিপ্লেক্সগুলিতে অপেক্ষাকৃত বেশি ভিড় হয়। এদিকে কোভিড টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকেই করোনা সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে গা ছাড়া ভাব দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তাই ভিড় থেকে যাতে কোনওভাবেই সংক্রমণ না ছড়ায় সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত। এদিকে, প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে কার্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, সংক্রমণ ফের বাড়ায় চারটি শহরে নাইট কার্ফু জারি করেছে গুজরাট সরকার। আহমেদাবাদ, সুরাট, ভদোদরা এবং রাজকোটে আগামী ১৭ মার্চ রাত ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত নাইট কার্ফু জারি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা জারি থাকবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

মমতাকে ”রিগিংয়ের ক্যুইন” বলে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু

নন্দীগ্রাম, ১৯ মার্চ (হি.স.): নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘রিগিং কুইন’ বলে আক্রমণ করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি বলেন, ‘রিগিং কুইন বলছেন ভোটে রিগিং হবে। গণতান্ত্রিক ভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তাই ওনার এত চিন্তা। মানুষকে প্রভাবিত করতে উনি প্রশাসনের অপব্যবহার করছেন। পুলিশকে নীরব দর্শকে পরিণত করেছেন।’
গত কয়েকদিন ধরেই ইভিএমের নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন সভায় প্রশ্ন তুলেছেন মমতা। শুক্রবারও ব্যতিক্রম হয়নি। পটাশপুরের জনসভা থেকে দলীয় কর্মীদেরই ইভিএম পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। এর পরই সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘রিগিং কুইন বলছেন ভোটে রিগিং হবে। গণতান্ত্রিক ভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে তাই ওনার এত চিন্তা। মানুষকে প্রভাবিত করতে উনি প্রশাসনের অপব্যবহার করছেন। পুলিশকে নীরব দর্শকে পরিণত করেছেন।’-

দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা বিজেপি-র কিছু নামী প্রার্থীর

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিজেপি-র কিছু নামী প্রার্থী। এদিন মনোনয়ন পেশ করেন তারকেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত। এর আগে তিনি আশীর্বাদ নিতে তারকেশ্বর মন্দিরে যান। সকাল ১০ টায় বিশালাক্ষী মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়ন পেশ করেন চুঁচড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। ৯ টায় দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির এবং তারপর মিছিল করে আদ্যাপীঠে যান ওই দলের রাজ্য সহ সভাপতি তথা কামারহাটির প্রার্থী রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা দলের হাওড়া মধ্য বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সঞ্জয় সিং বেলা সাড়ে দশটায় মিছিল করে যান মনোনয়ন পেশের জন্য।
দলের অন্য প্রার্থীরা এদিন পূর্ণ উদ্যমে প্রচার চালান। ওঁদের মধ্যে ছিলেন হাবরায় রাহুল সিনহা, চন্দননগরে দলের রাজ্য সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ প্রমুখ। পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার প্রার্থী রাজীব ভৌমিক প্রথম দিনের প্রচারে যান মেদগাছি বাজার ও নওপাড়া গ্রামে। মেদিনীপুর বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শমিত কুমার দাশ আজ মেদিনীপুর শহরের অরবিন্দ নগরে নির্বাচনী প্রচার করেন।হিন্দুস্থান সমাচার/

প্রার্থীতালিকা নিয়ে বিজেপি-র অশান্তি অব্যাহত

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : প্রার্থী বদলের দাবিতে অনড় বিভিন্ন জেলার বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশ। রাজ্যের বিধানসভা ভোটের জন্য শেষ চার দফা ভোটে বিজেপি-র প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর প্রথম চার দফার মতই বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ ফেটে পড়েছেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা। এমনিতেই তৃণমূল থেকে গেরুয়া শিবিরে যাওয়া নেতা-মন্ত্রীদের প্রত্যেককে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ ছিলই। তা প্রতিদিনই আরও বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে।
বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারও অবস্থান বিক্ষোভে বসেন জলপাইগুড়ির বিজেপি নেতা কর্মীরা। এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয় বিজেপি-র জেলা কার্যালয়। এদিন ডিবিসি রোডের জেলা দফতরে অবস্থান আন্দোলনে বসেন পুরনো বিজেপি নেতা কর্মীরা। তাঁদের দাবি অবিলম্বে জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচিত প্রার্থী সৌজিত সিংহের পরিবর্তন করে দলের পুরনো কোনও নেতাকে প্রার্থী পদের টিকিট দিতে হবে। পুরনো কোনও যোগ্য প্রার্থীকে সদর বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব না দেওয়া হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে হুমকি দেন তাঁরা। শতাধিক বিজেপি কর্মী এই অবস্থান আন্দোলনে অংশ নেন।
বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার মুখ খোলেন বিজেপি প্রার্থী সৌজিৎ সিংহ। জলপাইগুড়িতে সংগঠন এখন অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগামীদিনে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। দলের নেতা কর্মীদের সাময়িক এই ক্ষোভ বিক্ষোভ মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। দুর্গাপুর, দমদম, উত্তর দিনাজপুরেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। সেই আঁচ এসে পৌঁছেছে কলকাতাতেও। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যকে রাজারহাট-গোপালপুরে প্রার্থী করা নিয়েও রীতিমতো ক্ষোভ জানিয়েছেধ দলীয় কর্মীরা। রঘুনাথপুরেও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা। এমনকী এক বিজেপি কর্মীর মাথাও ফেটে যায় বাগুইহাটিতে।
রাজারহাট-গোপালপুরে যেমন শমীককে প্রার্থী করা নিয়ে শুরু হয়ে প্রতিবাদ, অপরদিকে পাশের কেন্দ্র দমদমেও দলীয় প্রার্থী বিমলশঙ্কর নন্দকে মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। কখনও টায়ার জ্বালিয়ে, কখনও বা দলীয় অফিসের আসবাবপত্র ভাঙচুর হয়েছে ওই দুই কেন্দ্রে। বলা বাহুল্য, প্রতি ক্ষেত্রেই সামনে এসেছে দলীয় কোন্দলের বিষয়টিই।
প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষে ফুঁসছে কোচবিহারের বিজেপি কর্মীরাও। অপরদিকে, বুনিয়াদপুরে দলীয় অফিসে তাণ্ডব চালিয়েছেন দলীয় কর্মীরাই। মালদার বেশিরভাগ আসনের দিকেই নজর রয়েছে বিজেপির। সেখানকারই হরিশচন্দ্রপুরে মোতিউর রহমানকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মেনে নিতে পারছেন না দলের একটা বড় অংশই। তাঁকে প্রার্থী করার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজেপি কর্মীদের একটা বড় অংশ। একই অবস্থা রানাঘাট উত্তর পশ্চিম কেন্দ্রেও। সেখানকার প্রার্থী পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপি কর্মীদের একটা বড় অংশ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজেপি প্রার্থীর চারিত্রিক অপবাদ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক স্ত্রী

কালিয়াগঞ্জ, ১৯ মার্চ (হি স)। স্বামীর প্রার্থীপদ বাতিলের দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হলেন উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী সোমেন রায়ের স্ত্রী শর্বরী সিংহরায়। তাঁর অভিযোগ, একাধিক মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে সোমেনের। চাকরি দেওয়ার নামে একাধিক মানুষের থেকে টাকা হাতিয়েছেন তাঁর স্বামী, এমন অভিযোগ করেছেন শর্বরী। দিন কয়েক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেন প্রাথমিক শিক্ষিকা শর্বরী সিংহরায়। সেই ভিডিওতে জানান যে ফালাকাটা থেকে তাঁর স্বামীকে প্রার্থী করা হতে পারে। তাই আবেদন করেন কোনওভাবেই সোমেনকে যেন প্রার্থী করা না হয়। কারণ হিসেবে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তিনি।
২০০৮ সালে সোমেনের সঙ্গে বিয়ে হয় শর্বরীর। অভিযোগ, এরপর থেকেই অত্যাচার শুরু হয় তাঁর উপর। ২০১১ সালে কন্যাসন্তান হয় ওই দম্পতির। এর পর স্বামীর সঙ্গে একাধিক মহিলার সম্পর্কের কথা জানতে পারেন শর্বরীদেবী। প্রতিবাদ করলেই জুটত মার। বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দিতেন সোমেন।
শর্বরীর অভিযোগ, “চাকরি সূত্রে আমি বাইরে থাকায় কয়েকবছরে সহকর্মী থেকে শুরু করে বহু মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। প্রতিবাদ করলে বলত, আমি রাজনৈতিক পরিবারের, আমি জানি কীভাবে খুন করে শাস্তি এড়াতে হয়।’’ বহুদিন চাকরি দেওয়ার নামে টাকা তুলত সোমেন। প্রতিবাদ করায় অত্যাচার বাড়ে। পরবর্তীতে চাকরি না পেয়ে সকলে চাপ সৃষ্টি করতেই তুফানগঞ্জ ছেড়ে ফালাকাটায় থাকতে শুরু করেন সোমেন। সেই সময় ফালাকাটায় বন্ধুর মামির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় তাঁর। পরবর্তীতে বিয়েও করেন তাঁরা।
ওই ভিডিওতে শর্বরী সকলের কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে কোনওভাবেই সোমেনকে প্রার্থী করা না হয়। যদিও বিজেপির প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হলে জানা যায়, ফালাকাটা নয় কালিয়াগঞ্জ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সোমেনকে। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল শর্বরীর ভিডিও। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সোমেন। এবিষয়ে সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী বলেন, “ভিডিওটি প্রায় ৬ বছরের পুরনো।” যদিও সাংসদের এই দাবি মানতে নারাজ ওয়াকিবহল মহল।

প্রধানমন্ত্রীর গতানুগতিক ভাষণে নিরাশ বরাকের মানুষ মোদীকে এনে মাইলেজ পায়নি বিজেপি, দাবি কংগ্রেসের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে করিমগঞ্জ সহ গোটা বরাকবাসী অনেক আশা নিয়ে বুক বেঁধেছিলেন। কাঠফাটা রোদ উপেক্ষা করে যাঁরা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে ভাটগ্রামের মাঠে গিয়েছিলেন, দিনের শেষে তাঁদেরকে একরাশ হতাশা নিয়েই ফিরতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে করিমগঞ্জ সহ বরাকের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের একটি শব্দও স্থান পায়নি। করিমগঞ্জ কংগ্রেসের জেলা সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এভাবেই ক্ষোভ ও হতাশা ব্যক্ত করেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।
নির্বাচনের প্রাক-মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীকে এনে করিমগঞ্জ সহ বরাক বিজেপি যে একস্ট্রা মাইলেজ পাওয়ার চেষ্টা করেছিল, এতে বিজেপি কার্যত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে বলেও সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য করেন সতুবাবু। বলেন, ভাটগ্রামে অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প সমাবেশের মাধ্যমে বিজেপির হিতে বিপরীত হয়েছে। করিমগঞ্জবাসী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, প্রধানমন্ত্রী আসবেন, বক্তব্য রাখবেন। আর প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে করিমগঞ্জের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে করিমগঞ্জের সার্বিক উন্নয়নে জন্য কোনও পরিকল্পনাই স্থান পায়নি। যা অত্যন্ত নিরাশজনক বলে মনে করেন সতু রায়।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গতানুগতিক বক্তব্য রেখেছেন বলেও মনে করছেন করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সতু রায়। এর আগে বরাকে এসে প্রধানমন্ত্রী যে সকল আশার বাণী শুনিয়েছিলেন, সেগুলো পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সভার পর সমগ্র বরাক উপত্যকায় বিজেপির বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বলেও সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন সতু রায়।
এদিকে সম্প্রতি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা মিশন রঞ্জন দাস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে নিয়ে যে-সব মন্তব্য করেছেন এরও তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন সতু রায়। বলেন, মিশনবাবু চারবার বিধায়ক ছিলেন। তিনি বিজেপি দলের একজন বরিষ্ঠ নেতা। কিন্তু বর্তমান সময়ে মিশনবাবুকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাজনীতি করতে হচ্ছে। যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মনে করেন সতু বাবু। মিশন রঞ্জন দাস বলেছেন, কমলাক্ষ নাকি উত্তর করিমগঞ্জের ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেদের উন্নয়নে কাজ করছেন। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করছেন। সতু রায় এর পাল্টা জবাবে বলেন, বিজেপি দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত মিশন দাসের মুখে এমন মন্তব্য কাঙ্ক্ষিত নয়। সাম্প্রদায়িকতার আঁতুর ঘর বলে পরিচিত বিজেপি দলের নেতার মুখে এমন বিদ্বেষমূলক মন্তব্য বেমানান নয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে ভরা বিজেপি দলের নেতারাই এমন মানসিকতা নিয়েই কাজ করে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকেন বলেও কটাক্ষ করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।
কংগ্রেস দলে বিভাজনের কোনও স্থান নেই। এই দল ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। কমলাক্ষ হিন্দু মুসলিম দেখে উন্নয়ন করেন না। তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী। মিশনরঞ্জন দাসের বাড়ির রাস্তাটিও কমলাক্ষ তৈরি করে দিয়েছেন। এমন-কি বিজেপির দলীয় সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনের সামনের রাস্তাটিও কমলাক্ষের প্রচেষ্টায় নির্মাণ হয়েছে। এই মন্তব্য করে সতু রায় বলেন, গত দশ বছরে কমলাক্ষের উন্নয়নের গ্রাফ দেখে বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য করে চলেছেন মিশন রঞ্জন দাস। শহরের পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য লঙাইস্থিত পানীয় জল প্রকল্পটি মঞ্জুর করিয়েছেন কমলাক্ষ। শহরের বিভিন্ন রাস্তা সহ গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে শুধুমাত্র কমলাক্ষের প্রচেষ্টাতেই।
সতু রায় বলেন, উত্তর করিমগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী ডা: মানস দাস পুরপতি থাকার সময় তাঁর বিরুদ্ধে দুর্ণীতির অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ মিশন বাবুই মানস দাসকে সঙ্গে নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ভোট প্রার্থনা করছেন। নীতি আদর্শের ধ্বজাধারী বিজেপি দলের নেতাদের প্রাক্তন বিধায়ক দাবি করছেন যে তিনি শহরের লাগোয়া সীমান্তে কাঁটাতারের বাইরের লোকেদের সমস্যার সমাধান করেছেন কিন্তু কার্যত তা একশ শতাংশ মিথ্যা। সতু রায় তাঁর বক্তব্যে মিশনরঞ্জনের সমালোচনা করার পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটরাজ চালানোর অভিযোগ এনে বলেন, বিজেপি গত পাঁচ বছরে বরাকে উন্নয়নের বদলে সিন্ডিকেটরাজ চালিয়ে গেছে। এই সিন্ডিকেটরাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় দলীয় বিধায়ক দিলীপ পালকে এবার টিকিট পর্যন্ত দেয়নি বিজেপি দল। বিজেপি নেতারা বলছেন কংগ্রেস দল নাকি সিন্ডিকেটরাজের জন্মদাতা। কংগ্রেস যদি সিন্ডিকেট রাজ চালু করে থাকে, তাহলে বিজেপি এই সিন্ডিকেট রাজকে জোরকদমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
বরাকে সিন্ডিকেট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা রোজগার করেছে বিজেপি। আর এখন এই সিণ্ডিকেটের অর্থ নির্বাচনে খরচ করবে বলেও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন সতু রায়। বলেন নির্বাচন এলেই বিজেপি দল গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু মসনদে বসেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি গুলো বেমালুম ভুলে যায় প্রতারক বিজেপি দল। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের কার্যবাহী সহ সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ নাগ, উত্তম মজুমদার, ইন্দ্রনীল দাস, শুভঙ্কর দাস, ফয়জুর রহমান, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, প্রদীপ কুরি, অসীম দেব প্রমুখ।

মেচেদায় বিজেপিকে ‘বহিরাগত’ কটাক্ষ করে ভোট লুটের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মমতা

মেচেদা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ফের বিজেপি নেতাদের ‘বহিরাগত’ বলে কটাক্ষ করলেন নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরের মেচেদার সভা থেকে বিজেপিকে ‘বহিরাগত’ বলে আক্রমণ করে ভোট লুটের আশঙ্কা প্রকাশ করেন মমতা। সেই সঙ্গে সতর্ক থাকার বার্তাও মমতা। শুক্রবার এগরা, পটাশপুরের পর মেচেদায় সভা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই ফের বিজেপি নেতাদের ‘বহিরাগত’ বলে কটাক্ষ করেন তিনি। অভিযোগ করেন, বিজেপি ভোট লুট করার জন্য বহিরাগতদের বাংলায় আনবে। অসৎ উপায়ে জেতার চেষ্টা করবে। আশঙ্কা প্রকাশের পাশাপাশি সমাধানের উপায়ও বলে দেন তৃণমূল নেত্রী। কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, “মেশিনগুলো খুব ভাল করে দেখে নেবেন। হাতে সময় নিয়ে ইভিএম পরীক্ষা করবেন। তিরিশটা ভোটের পরই ভোট প্রক্রিয়া শুরু করবেন না। কোনও বুথকর্মীকে যাতে কিনতে না পারে সেদিকে নজর রাখতে হবে। ভিভি প্যাট মেশিন ভাল করে দেখে নেবেন। কেউ জোরপূর্বক ভোট লুটের চেষ্টা করলে মা বোনেদের হাতা-খুন্তি হাতে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দেন মমতা। মেচেদার সভায় তিনি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, ‘এই বিজেপি স্বৈরাচারী দল। সব মানুষের জন্য কোভিডের টিকা দেয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চাইলেও দেয়নি। আমরা বিনাপয়সায় মানুষকে টিকা দিতে চেয়েছিলাম।’ মেচেদার সভা থেকে এদিন গ্যাসের দামবৃদ্ধি থেকে মূর্তি ভাঙা, কফি হাউসে অশান্তি-সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেন মমতা। বলেন, “যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান কোথায় তা জানে না, তারা নাকি বাংলা দখল করবে।” বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্যও কেন্দ্রকেই তোপ দাগেন মমতা। পাশাপাশি, রাজ্যের উন্নয়ন মূলক প্রকল্প অর্থাৎ কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রীর কথা এদিন ফের আমজনতার সামনে তুলে ধরেন তিনি। পরবর্তীতে ক্ষমতায় এলে তৃণমূল সরকার রাজ্যবাসীর জন্য কী কী করবেন, তার খতিয়ানও তুলে ধরেন। আশ্বাস দেন সমস্ত পরিস্থিতিতে পাশে থাকার।

ঝাড়গ্রামে চারটি বিধানসভার হয়ে নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাড়গ্রাম, ১৯ মার্চ (হি. স.) : বিজেপির উন্নয়ন হল কৃষক আত্মহত্যা, নাবালিকা নির্যাতন, বেকারত্ব, ধর্ষণ, দলিত আদিবসীদের প্রতিপদে শোষণ। আর বিজেপির উন্নয়ন গরীবের পাত খালি আর বড় বড় ভাষণ। যে দল প্রার্থী তালিকা নিয়ে নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখতে পারে না সেই দল নাকি বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় সোনার বাংলা গড়বে। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভার হয়ে নির্বাচনী প্রচারে আসেন রাজ্য যুব তৃণমুলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিন ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর বিধানসভা আসনের পড়িহাটিতে এবং নয়াগ্রাম বিধানসভার খড়িকামাথানিতে একটি বিশাল জনসভায় যোগদান করেন অভিষেক বাবু।পড়িহাটিতে বিনপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবনাথ হাঁসদা এবং ঝাড়গ্রাম আসনের প্রার্থী বীরবাহা হাঁসদার হয়ে দুপুর দু টো নাগাদ প্রথম জনসভাটি করেন।এরপর গোপীবল্লভপুরের প্রার্থী খগেন্দ্রনাথ মাহাতো এবং নয়াগ্রামের প্রার্থী দুলাল মুর্মুর হয়ে দ্বিতীয় প্রচার সভাটি করেন নয়াগ্রাম বিধানসভার খড়িকামাথানিতে। দুটি জন সভাতেই উপচে পড়া মানুষের ভীড় ছিল।অভিষেক বাবুর ভাসনের মাঝে মাঝেই ছিল উচ্ছ্বসিত জনতার প্রতিক্রিয়া। এদিন পড়িহাটিতে প্রথম থেকেই তোপ দাগেন বিজেপির বিরুদ্ধে। বহিরাগত ইস্যুতে রীতমত বেঁধেন বিজেপি নেতৃত্বদের।পাশাপাশি পরিসংখ্যানের নিরিখে বাংলা বিজেপিকে ১০-০ গোলে হারবে বলে বলেন।তিনি বলেন ’প্রখর রোদকে মাথায় নিয়ে যারা আসে তারা শুধু মাত্র ভাসন শোনার জন্য আসে না। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে যে আগামী ২৭ মার্চ বিজেপিকে উৎখাত করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যাইয়ের সরকারকে তৃতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠা কবে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে বহিরাগতরাকে বিতাড়িত করবো। দিল্লির শক্তির কাছে মাথানত করবো না। বাইরের লোকেরা এসে বাংলার মানুষকে পরিচালনা করবে এটা তারা চায় না।’ এর মাধ্য বাজে ওঠে বিপুল কর ধ্বনি।
বিজেপির ঝাড়গ্রামে সভা ফ্লপ প্রসঙ্গে বলতে থাকেন ’গত তিনদিন আগে ঝাড়্গামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একটি সভা ছিল। তাঁর একমাস আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার একটি সভাছিল ঝাড়্গামে। লোকেরা এমন ঝাড় খাইয়েছে যে বাংলায় সভা করার আগে দশবার ভাবছে। আর আমাদের সভার স্বতঃস্ফুর্ততা দেখুন। যাদের সভায় জন সমর্থন নেই, যাদের সভায় লোক ভরে না, মহিলারা যায় না। আর আমাদের সভায় মহিলাদের অংশগ্রহন দেখুন। বিজেপি কোটি কোটি টাকা খরচা করেও লোক পাচ্ছে না। এক মাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি দিল্লির কাছে মাথা নত করেননি। ভাঙ্গা পা দিয়েই আগামী দিনে লড়াই হবে এবং বাংলার সন্মান দিল্লির কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হবে। ঝাড়্গাম চার শূন্য হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আর তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি তখন চোখে সরষে ফুল দেখবে।’ গত লোক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেন’ ২০১৯ সালে সাধারন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়েছিল বিজেপি। জঙ্গলমহল বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বিজেপির সাংসদ জিতেছিল, ঝাড়্গামে কুনার হেমরম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে দীলিপ ঘোষ জিতেছিল। করোনা, আমফানে কি করেছিল তাদেরকে এক দিনেও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনাদের পাশে ছিল।
দিলীপ ঘোষ বলছেন স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ভাওতা আর দিলীপ ঘোষের দাদা বৌদি দুয়ারে সরকারে গিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করিয়েছেন। মোদী বলেছেন খেলা না উন্নয়ন হবে। আমি জিজাসা করতে চাই ২০১৯ থেকে ২০২১ সাংসদ রয়েছে,২০১৪ সাল থেকে ২০২১ সাল সাত বছরের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড কোথায় মোদী বাবু। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কি কি উন্নয়ন করেছে বঙ্গধ্বনী যাত্রার মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে গেছেন। বিজেপির উন্নয়ন হল কৃষক আত্মহত্যা,নাবালিক নির্যাতন, বেকারত্ব, ধর্ষণ, দলিত আদিবসীদের প্রতিপদে শোষণ, আর বিজেপির উন্নয়ন গরীবের পাত খালি আর বড় বড় ভাষণ। যে দল প্রার্থী তালিকা নিয়ে নিজেদের মধ্যেশান্তি বজায় রাখতে পারে না সেই দল নাকি বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বাংলায় সোনার বাংলা গড়বে। আমরা সর্ববৃহত দল বলে দাবি করে আর এই সর্ববৃহত দলকে একটা আঞ্চলিক দল ল্যাজে গোবরে করে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলা ছাড়া করতে গিয়ে বহিরাগতদেরকে আমরা দিল্লি ছাড়া করবো। এক সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল এই রাজ্য।’ অভিষেক বাবু মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তেহার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ’আগামীদিনে দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে রেশন পৌছে দেওয়া হবে। কিষাণ নিধিপ্রকল্পে মোদী জি ছয় হাজার করে টাকা দেবে বলেছেন কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একর প্রতি দশ হাজার টাকা দেবে বলেছেন। ছাত্র যুবদের জন্য ক্রেডিট কার্ড করে দেবে বলেছেনমাত্র চার শতাংশ সুদে দেবে বলেছেন। আমরা বলেছিলাম ২০১১ সালের পর জঙ্গলমহল থেকে মাওবাদীদের বিতাড়িত করবো আর সেটা করে দেখিয়েছি।শান্তী প্রতিষ্ঠা করেছি। হাওয়াই চটি পরে গোটা জঙ্গলমহল ভাপিয়ে বেড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১১ সালের আগে কতবার দেখেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুদের। একটা কালি পটকার মতো বাজির শব্দ পেলে সব দৌড়াতে শুরু করে। এই লড়াইটা বহিরাগতদের বিতাড়িত করার লড়াই। এক সময় যেমন ইংরেজদের ভারত ছাড়া করেছিল সেই ভাবে বিজেপিকে বাংলা ছাড়া করতে হবে। যারা বাংলা বলতে পারে না, লিখতে পারে না। আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি এখান থেকে নরেন্দ্র নাথ মোদী, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, যোগী আদিত্যনাথ, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়দের আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি কোনো কাগজ কলম ছাড়া, টেলি পন্টার ছাড়া দু মিনিট বাংলা বলে দেখাও। আর না হলে তোমরা মঞ্চ ঠিক কর আমি এক ঘন্টা হিন্দি বলে দেখাবো। আপনি যদি প্রকৃত লড়াই করতে চান, যদি প্রকৃত রাজনীতিবিদ হন, লড়াইটা এজেন্সিদের দিয়ে নয়, গায়ের জোরে নয় নয়, টাকার জোরে নয়, লড়াই হোক তথ্য পরিসংখ্যানের নিরিখে।
এদিন অভিষেক বাবু আরও বলেন কাদের কে ভোট দিয়েছিলেন আজ রান্নার গ্যাসের দাম আটশো পেরিয়ে গেছে, পেট্রোল একশো ছুঁই ছুঁই আর ডিজেল নব্বই টাকার কাছাকাছি। বিজেপি ভাবছে এজেন্সি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবে। সিবিআই ইডির ভয় দেখাবে। এসব আমাদের দেখিয়ে লাভ নেই।’ অন্যদিকে খড়িকামাথানির সভা থেকে একইভাবে বহিরাগতের উৎখাত করার ডাক দেন।বলেন’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পা ভেঙেছে। জঙ্গলমহল আপনাদের মাজা ভাঙবে’।এদিন দুটি সভাতেই উপস্থিত দর্শকদের খেলা হবে ধ্বনিতে ছিল মাতোয়ারা। পড়িহাটির সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা ছত্রধর মাহাতো,উমা সোরেন,সত্যরঞ্জন বারিক,প্রসুন ষড়ঙ্গী, অজিত মাহাতো, আর্য ঘোষ, সুব্রত সাহা সহ প্রমুখ।খড়িকামাথানিতে ছিলেন উজ্বল দত্ত,স্বপন পাত্র, লোকেশ কর,সঞ্চিতা ঘোষ, কালীপদ শূর,কমল রাউৎ সহ প্রমুখ।হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

রাজ্য সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস

আগরতলা, ১৯ মার্চ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলা এবং ত্রিপুরা-র মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকরী ভূমিকা-য় ত্রিপুরা সরকার রাজ্যপালের বাহবা কুড়িয়েছে। অবশ্য, করোনা মহামারী মোকাবিলায় অসাধারণ ভূমিকা এবং নয়া শিক্ষা নীতি প্রনয়ণের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ বৈস। শুধু তাই নয়, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার-র আলাদাভাবে পিঠ চাপড়েছেন তিনি।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় ইংরেজি বছরের প্রথম অধিবেশনে প্রথা মেনে ভাষণ দিয়েছেন তিনি। ওই ভাষণে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সাথে বাহবা দিয়েছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল। তাতে, বাদ যায়নি দীর্ঘ ২৩ বছর পুরনো ব্রু শরণার্থী সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ও ত্রিপুরা সরকার-র আন্তরিক প্রচেষ্টা। তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরা ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। নানা প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠছে।

আজ তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ প্রনয়ণ করা হয়েছে। আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভারতের নতুন শিক্ষা পদ্ধতির নকশা তৈরির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২০ সালের ২৯ জুলাই ওই শিক্ষানীতির অনুমোদন দিয়েছে। তাঁর মতে, দেশের শিক্ষার উন্নয়নে পথ প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে নয়া শিক্ষা নীতি একটি সুসংহত কাঠামো হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তাই, তিনি হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভারত সরকার-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, গত এক বছরে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভীষণ পরিবর্তন এসেছে। করোনা-র প্রকোপ সকলকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ওই কঠিন সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রসংসনীয়, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি বলেন, সময় লকডাউন সহ গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ভারত-কে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভাল অবস্থায় থাকতে সহায়তা করেছে। তিনি করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সামনের সারির কর্মী এবং অন্যান্য সহযোগী ব্যক্তিদের নিষ্ঠা সহকারে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

রাজ্যপাল দাবি করেন, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট প্রসংশনীয় কাজ করেছে। ফলে, গত ৮ মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের গড় হিসাব ০.০৮ শতাংশ। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড-র নতুন ব্রিটেন প্রজাতি চিহ্নিত করার জন্য একটি মেশিন ক্রয়ে ত্রিপুরা সরকার প্রয়াস নিয়েছে।

এদিন তিনি তিনটি কৃষি বিল-এ রাষ্ট্রপতির সম্মতি-র জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষি পণ্য সরবরাহে বেসরকারী বিনিয়োগ-কে আরও উতাহিত করার মধ্য দিয়ে তিনটি বিলে সংস্কার কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার আরও ত্বরান্বিত করবে।

রাজ্যপাল-র কথায়, ত্রিপুরা সরকার সর্বক্ষেত্রে প্রশংসার কাজ করেছে। কৃষক কল্যাণ, উদ্যান চর্চা ও বাগিচা ফসল উতাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভর করে তোলা, বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সফল বাস্তবায়ন, মডেল স্টেট-র স্বপ্ন পূরণে শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি, শিল্প ও বানিজ্যের বিভিন্ন সুযোগ সম্প্রসারণ-র মাধ্যমে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গ তুলে তিনি যোগ করেন, বেড়েছে সাজার হার, কমেছে অপরাধ। তিনি বলেন, দুর্বল অংশের মানুষের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেড়েছে মাথা পিছু আয়। ফলে, রাজ্যের নির্দিষ্ট চাহিদার উপর ভিত্তি করে স্থায়ী উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। তাঁর কথায়, দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্রু শরণার্থী সমস্যা-র স্থায়ী সমাধান হয়েছে। ৩৭১৩৭ ব্রু শরণার্থী-কে ত্রিপুরায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এই সমস্যা সমাধানে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরা সরকার-কে কুর্নিশ জানিয়েছেন। এদিন তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরা সরকার-র কাছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি এবং তা যুক্তি সংগতও। তবে আমি নিশ্চিত, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র সক্রিয় নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই উদ্যোগ ত্রিপুরা-কে একটি স্বপ্নের মডেল রাজ্যে রুপান্তরিত করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জনগণকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার আবেদন জানালেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ।। সিপাহীজলা জেলার জনগণকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার আবেদন জানালেন সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর রঞ্জন বিশ্বাস। সরকার বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিচ্ছে। মানুষ যাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখে এবং অপরকেও সুরক্ষিত রাখে। কারণ করোণা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ যেকোনো সময় দেশে আছড়ে পড়তে পারে। মার্চের ১ তারিখ থেকে সিপাহীজলা জেলার ৭৮ টি সেন্টারে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় পর্যায়ে একেবারেই ভ্যাকসিন নিতে আসছে না মানুষ। ৩৭ টি সেন্টারে একজন বেনিফিশিয়ারী আসেনি যার ফলে দুঃখ প্রকাশ করেন ডক্টর অরিজিৎ সিনহা। ক্যান্সার সুগার, প্রেসার, লিভার অর্থাৎ জটিল রোগ যাদের রয়েছে তাদের সর্বাগ্রে এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করা উচিত। ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়স পর্যন্ত জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ৬০ উর্ধ নাগরিকদের কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে।কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সিপাহীজলা জেলাতে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার পার্সেন্টিস ছিল ৮৮ এবং ৮০ কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ কমিউনিটি পর্যায়ে কোভিড ভ্যাক্সিন গ্রহণ করার পার্সেন্টিস ১২ পার্সেন্ট। যা নিতান্তই উদ্বেগের বলে জানান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

তিনি আরো বলেন সিপাহীজলা জেলায় ২৩ মার্চ ১৪২টি সেন্টারে কোভিড ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত, ব্লক অঙ্গনওয়াড়ি থেকে শুরু করে মাইকিং যুগে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রচার করা হচ্ছে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার জন্য। কিন্তু এরপরও তৃতীয় পর্যায়ে কোভিড ভ্যাক্সিন গ্রহণ করার সংখ্যা একেবারে আশানুরূপ নয়। যার ফলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জনগণকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার আবেদন জানালেন। তিনি বলেন এই ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ পার্শ প্রতিক্রিয়া মুক্ত। জনগণ যাতে এই ভ্যাকসিন গ্রহণ করে তার জন্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে জনগণকে কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণ করার আবেদন জানান।

শেষ পর্যন্ত জামিনে মুক্তি পেলেন কংগ্রেস নেতা জয়দুল হোসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ।। শেষ পর্যন্ত জামিনে মুক্তি পেলেন কংগ্রেস নেতা জয়দুল হোসেন। উনাকে স্বাগত জানাতে বিশালগড় কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন কয়েকশো সমর্থিত কংগ্রেস নেতাকর্মী। কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এর উপর প্রাণঘাতী হামলা ও গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগে পুলিশ গত ২১ শে জানুয়ারি আগরতলা বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়েছিল কংগ্রেস নেতা জয়দুল হোসেনকে।মামলার পরিপ্রেক্ষিতে জয়দুল হুসেন অনুমানিক দুই মাস সময় জেলের গ্লানি টানতে হয়। পরে ১৭ ই মার্চ রাজ্যের উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান কংগ্রেস নেতা, আইনজীবী জয়দুল হোসেন। সমস্ত আইনি জটিলতা শেষে রোজ শুক্রবার আনুমানিক দুপুর ৩ টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিশালগড় কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ছাড়া পায়। উপস্থিত সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করতে পেয়ে একসময় জয়দুল বাবু আবেগে দুচোখ বেয়ে অশ্রু জড়তে দেখা যায়।

উনাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেন কংগ্রেস নেতা বিরজিত সিনহা , রতন দাস, এন এস ইউ আই সংগঠনের সভাপতি সম্রাট রায় সহ কয়েকশো কংগ্রেস নেতাকর্মী। জেল থেকে বের হয়ে জয়দুল হুসেন একরাশ ক্ষোভ উগরে দেয় রাজ্যের বিপ্লব কুমার দেব সরকারের প্রশাসনের উপর। তিনি আরও জানান গত ১৭ই জানুয়ারি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির উপর প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল বিজেপি আশ্রিত গুন্ডাবাহিনী। তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি উক্ত দিনে নাম-পরিচয় বিহীন সন্দেহমূলক ১০০ এর অধিক বিজেপি কর্মী জড়িত বলে মামলা দায়ের করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কংগ্রেস নেতাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। তবে পুলিশ মামলার গতিবিধি যে অন্যপথে ঘুরাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে তা কিন্তু অনেক আগেই অনুমান করতে পারেন রাজ্যবাসী।

বিধানসভায় স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। আজ দ্বাদশ বিধানসভার নবম অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ান সহ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য বিন্দরাম রিয়াং, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য দেববত কলই, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যা রীতা কর মজমদার, বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য নারায়ণ দাস এবং প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিকের প্রয়াণে ম'তিচারণ করা হয় এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা ʼাপন করা হয়। পরে বিধানসভার সদস্যগণ তাদের ম'তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে দু মিনিট নীরবতা পালন করেন।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

পূর্ব মুহুরীপুর ভুরাতলি কেন্দ্রের অন্তর্গত ঋষ্যমুখ বিধানসভার মনিরামবাড়ি এডিসি ভিলেজে ঘটে এই সংঘর্ষ। জানা যায়, এই কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী ঐ দিন ডোর টু ডোর প্রচারে যান। সঙ্গে ছিল এলাকার বিজেপি কর্মীরা।

আইপিএফটির অভিযোগ প্রচারের সময় জোটধর্ম দূরে রেখে বিজেপি কর্মীরা ভোটারদের মধ্যে নির্দল প্রার্থীর অটো সিম্বলে ভোট দেওয়ার প্রচার করছে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় দলের মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ। সংঘর্ষে আহত হন উভয় শিবিরের বেশ কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক। ভেঙে ফেলা হয় বিজেপি কর্মীদের পাঁচটি বাইক। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে এডিসির নির্বাচনী এলাকাগুলি। ফলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘাটতি ৭৭৩ কোটি ৪৩ লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হয়েছে। অতিমারির পর ভারতে জিডিপি বৃদ্ধির হার নেতিবাচক হবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু আই এম এফক্ষ্মএর রিপোর্ট অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ১১.৫০ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তাছাড়া অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের সমীক্ষা অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ১২.৬০ গিয়ে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, অতিমারির সময় সৃষ্ট সমস্যা কাটিয়ে উঠতে রাজ্য সরকার ৫.৭৯ লক্ষ এন এফ এস এ পরিবারকে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে ১৩,২৪০ এমটি চাল বিনামূল্যে সরবরাহ করেছে। এছাড়াও ৫০,০০০ চিহ্নিত গরীব এপিএল পরিবারকে বিনামূল্যে দুই মাসের নির্ধারিত চাল সরবরাহ করেছে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রতি পরিবারপিছু ১,০০০ টাকা করে এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে ৪৪,০৯৩ গরীব এপিএল পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৪.৪১ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। করোনা অতিমারির সময়ে যখন কিছু কিছু রাজ্য সরকার কর্মচারীদের কম বেতন দিতে বাধ্য হয়েছে এবং মহার্ঘ্যভাতা স্থগিত রেখেছে সেখানে রাজ্য সরকার কর্মচারী ও পেনশনারদের জন্য ৩ ডি এ / ডি আর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে, যা ২০২১ সালের ১ মার্চ থেকে কার্যকর হয়েছে।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, নতুন প্রকল্পগুলির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মডেল ভিলেজ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নকে মডেল হিসেবে গড়ে তোলা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে ঢেলে সাজানো। যা দেখে পার্শ্ববর্তী গ্রাম প'ায়েত / ভিলেজ কমিটি অনুপ্রাণিত হতে পারে। এই প্রকল্পে চিহ্নিত গ্রাম প'ায়েত / ভিলেজ কমিটির ব্যাপক উন্নয়ন হবে এবং যার অঙ্গ হিসেবে সেখানে বসবাসকারী সমস্ত অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে। আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন যেমন ঘটবে তেমনি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে, বাড়বে জীবিকা নির্বাহের উপায়। একজন বিধায়ক তার নির্বাচনী এলাকা থেকে ২০২১ সাল থেকে শুরু করে তিন বছরের উন্নয়ন কাজের জন্য একটি পিছিয়েপড়া অথবা তার পছন্দ অনুযায়ী কোনও গ্রাম প'ায়েত / ভিলেজ কমিটিকে বেছে নেবেন। এই প্রকল্প শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকার জন্যই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই প্রকল্প ৩ পর্যায়ে কার্যকর করা হবে। যার প্রথম পর্যায় হবে ২০২১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ জলাই, দ্বিতীয় পর্যায় ২০২১ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২২ সালের ২৮ ফেবয়ারি এবং ত'তীয় পর্যায় হবে ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ২৮ ফেবয়ারি পর্যন্ত সময়ে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়ে এই প্রকল্পের কাজ করা হবে এবং এরজন্য প্রয়োজন হবে ১৩.১০ কোটি টাকা। এই অর্থরাশি ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজ্য বাজেট থেকে বরাদ্দ করা হবে। দ্বিতীয়টি হলো মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা। রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষ তার বাড়িঘরের চাহিদা পূরণে যাতে আত্মনির্ভর হতে পারেন এবং রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন যাতে আরও ত্বরান্বিত হয় সেই লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে ৬.০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে যার মধ্যে ১.৫০ লক্ষ পরিবার মৎস্য দপ্তর থেকে, ১.২৩ লক্ষ পরিবার প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে এবং অবশিষ্ট পরিবারগুলি ক'ষি / উদ্যান চর্চা / বন দপ্তর থেকে সহায়তা পাবেন। এই প্রকল্পের জন্য ১১৭.৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে, যার মধ্যে ৬৯.৮৪ টাকা রাজ্য বাজেট থেকে মেটানো হবে। নতুন ঘোষিত চিফ মিনিস্টার্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাণ্ড প্রকল্পে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন বাড়ানোর লক্ষ্যে ও রাজ্যের পরিকাঠামোগত চাহিদার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি থাকবে তা পূরণ করার লক্ষ্যে এই ফাণ্ড গঠন করা হয়েছে। চলতি বছরের বাজেটে এরজন্য ২০০.০০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে। অনারেরিয়াম টু প্রধান সমাজপতি প্রকল্পে জনজাতি সমাজের প্রধান সমাজপতিদের সাম্মানিক ২,০০০ টাকা করে মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এস্টাব্লিশমেন্ট অব স্কুল অব এ'িলেন্স প্রকল্পে আগরতলার হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পুনের দক্ষনা ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় স্কুল অব এ'িলেন্স স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ১০০ রোস্টার মেনে ১০০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রত্যেক বছর বি'ান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে। ই'নীয়ারিং, মেডিক্যাল এবং অন্যান্য কোর্সে ভর্তির লক্ষ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার জন্য তাদের কোচিং দেওয়া হবে। স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং কমপ্লে' বালক এবং বালিকাদের জন্য পৃথক হোস্টেল চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সহ শিক্ষা সামগ্রী, খাদ্য এবং থাকার ব্যবস্থা করা হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, নতুন প্রকল্পের মধ্যে আরেকটি হলো অ্যাসিস্টেন্স ফর ট্রেডিশনাল মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস টু প্রোমোট ট্রাইবাল কালচার। ত্রিপুরা জনজাতি সাংস্ক'তিক ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জনজাতি শিল্পীরা যাতে চিরাচরিত বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করতে পারেন সেজন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা করা হবে।

জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী সংস্ক'তিকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করার জন্য ৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পুরস্কার প্রাপকদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তিনি বাজেট বক্তব্যে বলেন, পেশাদারী আইন শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের গুণগতমানকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে আগরতলায় একটি জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সঙ্গে এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মুম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে যে সব রোগী এবং তাদের আত্মীয়স্বজন চিকিৎসার জন্য যান তাদের থাকার সুবিধার জন্য হাসপাতালের কাছাকাছি মুম্বাই-এর খারঘর এলাকায় একটি নতুন ত্রিপুরা ভবন স্থাপন করা হবে। একই কমপ্লে' বিভিন্ন দপ্তর একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। প'দশ অর্থকমিশন এজন্য ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী পুপ উদ্যান প্রকল্পে ২২৯ হেক্টর উন্মুক্ত জমি ফুল চাষের আওতায় আনা হবে। আগামী ৩ বছরে ফুলচাষিরা যাতে ১০০.০০ কোটি টাকা আয় করতে পারে সেই লক্ষ্যে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

আউটসোর্সিংয়ের বিরুদ্ধে বামপন্থু যুবদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। সরকারি দপ্তরে আউটসোর্সিং এ নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বামপন্থী ছাত্রযুবরা শুক্রবার প্যারাডাইস চৌমুহনীতে আধ ঘন্টার প্রতীকী গণ অবস্থান সংঘটিত করেছে।ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনেই রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস চৌমুহনীতে প্রতীকী আধাঘন্টার গণঅবস্থান সংগঠিত করেছে ছাত্র যুব সংগঠন। এদিন রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়।রাজ্য সরকার আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি লিপি প্রকাশ্য রাজপথে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে বাম ছাত্র যুব সংগঠন।বিধানসভা অধিবেশন শুরুর দিনেই এ ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করার কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের অবহিত করে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন,চলতি বিধানসভা অধিবেশনেই যাতে রাজ্য সরকার আউটসোর্সিংয়ের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয় সে জন্যই বিধানসভা অধিবেশন শুরুর দিনে এ ধরনের প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে না নিলে তারা রাজ্যজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।শুধু রাজধানী আগরতলা শহরে নয়, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাম ছাত্র যুব সংগঠন আজকের দিনে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।টি ওয়াই এফ নেতা অমলেন্দু দেববর্মা বলেন,ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে জনগণ রাজ্য সরকারকে এ ধরনের জনবিরোধী সিদ্ধান্তের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত রয়েছেন।বিগত তিন বছরে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার যেসব কাজ করেছে তার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন।

অর্থনৈতিকউন্নয়নে মহিলাদের স্বশক্তিকরণে সরকার গুরুত্ব দিয়েছেঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। গ্রামীণ ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাজ্যের মহিলাদের আত্মনির্ভর ও স্বশক্তিকরণে রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। আজ হাঁপানীয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ১২ দিনব্যাপী ১৬তম আ'লিক সরস মেলার উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক'ষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, পর্যটন বিকাশ সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। কারণ এগুলির মাধ্যমেই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়া সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। রাজ্যের স্বসহায়ক দলগুলিকে আরও কিভাবে সংগঠিত করা যায় এজন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মধারার মাধ্যমের রাজ্য আজ সবদিক দিয়ে এগিয়ে চলছে। আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে রাজ্যে রোজগারের নতুন দিশা খুলে গেছে। রাজ্যের জাতি-জনজাতি সহ সকল অংশের জনগণের জন্য নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক বিকাশ সিং বলেন, ২০০৪ সাল থেকে রাজ্যে প্রতিবছর সরস মেলা আয়োজিত করা হচ্ছে। এবছর সরস মেলায় ৩৯৫টি স্বসহায়ক দল তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। মেলায় অংশগ্রহণকারী স্বসহায়ক দলগুলির তাদের নিজ নিজ উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিক্রয় আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার পক্ষে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ২৭ হাজার স্বসহায়ক দলের সঙ্গে ২ লক্ষ ৫০ হাজারের উপর মহিলা যুক্ত রয়েছেন।

১৬তম আ'লিক সরস মেলার উদ্বোধনীয় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মিমি মজমদার এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব।

মাফিয়া

● প্রথম পাতার পর

কারবারে জড়িত অন্যান্যদের সম্পর্কে তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চলছে পুলিশ।এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন।শুক্রবার টাকারজলায় আইপিএফটি অফিসে হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে প্রদ্যুৎ কিশোরের ত্রিপরা মথা দল। আচমকা হামলায় দুজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। আজ দ্বাদশ বিধানসভার নবম অধিবেশনে রাজ্যপাল রমেশ বৈস-এর ভাষণের উপর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ। এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল আজ ২০২১ সালে বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন।

মাধববাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

করে রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসে।রাধাপুর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে গুলি কান্ড ঘিরে মাধব বাড়ি সহ পার্শবর্তী এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

রাজ্যে সরকারি

● প্রথম পাতার পর

অথচ, স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয়েছে ১৪৫৪৫ জন। তাদের মধ্যে ১০৩২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকারা রয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে গড়ে প্রতি বছরে ২৫৩৩ জন নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বর্তমান সরকারের জমানায় স্থায়ী পদে ১৬৬১৪ জন নিয়োগ করা হয়েছে। আরো ২৮২৪৫ টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেটের ৭ কোটি ১৪ লক্ষ বরাদ্দ ছিলো। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। গতবারের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে ২১৭.২৯ শতাংশ। তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেটের ২৮ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৭.৯৪ শতাংশ। তিনি জানান, পূর্বতন সরকারের সময়ে কৃষি সহ কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উন্নয়নের গ্রোথ ছিলো ৬.৪ শতাংশ। বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৩.৯ শতাংশ। প্রাথমিক ক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে বরাদ্দ ছিলো ৮৮৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

এবছরের বাজেটে এই ক্ষেত্রে বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে ১২৫০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। ১৪০.৯১ শতাংশ এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ ছিলো ১১৫৭ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ১৪৪৩ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে ১৩৬.৫৫ শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে গত অর্থবছরের বাজেট ছিলো ৩৮১০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে ৪১৫২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। বৃদ্ধি করা হয়েছে ১০৮.৯৭ শতাংশ।

পাবলিক নোটিশ

এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে যে একটি রাজনৈতিক দল **"নর্থ ব্যাঙ্গল পিপলস্ পার্টি"** প্রস্তাব করেছে নথিভুক্তির জন্য। এই পার্টির অফিস হচ্ছে **গ্রাম-রবীন্দ্রপল্লী, পোঃ মোহনবতী, থানা-রায়গঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ**-৭৩৩১৩৪। এই রাজনৈতিক দলটি আবেদন পত্র দাখিল করেছে নয়াদিল্লির ভারতের নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য আন্ডার সেকশন ২৯এ রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল অ্যাক্ট,১৯৫১ মোতাবেক। পার্টির অফিস বেয়ারারদের নাম/ঠিকানা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

সভাপতি ঃ সুভাষ চন্দ্র রাউত, পিতা দীনেশ চন্দ্র রাউত, ঠিকানা- সুকান্তপল্লী (পূর্বাংশ) এবং গেইটবাজার, শিলিগুড়ি (এম কর) ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০৫১, পশ্চিমবঙ্গ।

সাধারণ সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী, পিতা গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, ঠিকানা - রবীন্দ্রপল্লী, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪, পশ্চিমবঙ্গ।

কোষাধ্যক্ষ ঃ জয়ন্ত কুমার সরকার, পিতা মৃত বিমল কুমার সরকার, ঠিকানা - মিলনপল্লী, ওয়ার্ড-২৫, শিলিগুড়ি পুর পরিষদ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০৫, পশ্চিমবঙ্গ।

যদি কারো কোন ধরনের আপত্তি থাকে **"নর্থ ব্যাঙ্গল পিপলস্ পার্টি"** নিয়ে তাহলে কারণ সহ তাদের আপত্তি জানাতে পারেন সম্পাদক, (পলিটিক্যাল পার্টি) ভারতের নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সদন, অশোক রোড, নয়া দিল্লী-১১০০০১ এই ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে।

ক্রীড়া

নবির অলরাউন্ড নৈপুণ্যে সিরিজ আফগানিস্তানের

বিস্ফোরক ইনিংস খেলার পর বল হাতেও আলো ছড়ালেন মোহাম্মদ নবি। তার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আরেকটি অনায়াস জয় পেল আফগানিস্তান। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিশ্চিত করল আসগর আফগানের দল।আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪৫ রানে জিতেছে আফগানিস্তান। ১৯৪ রানের লক্ষ্য তাড়ায় জিম্বাবুয়ে থামে ১৪৮ রানে। তিন ম্যাচের সিরিজে আফগানিস্তান এগিয়ে ২-০ তে।এই জয়ে অধিনায়ক হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জয়ের রেকর্ডে মহেন্দ্র সিং ধোনির পাশে বসলেন আসগর। দুই জনই এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে জিতেছেন ৪১ ম্যাচ।আফগানিস্তানকে বড় পুঁজি এনে দিতে পাঁচ নম্বরে নেমে ঝড় তোলেন নবি। খেলেন ১৫ বলে ৪০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। পরে ৩ ওভারে ২০ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে তিনিই জেতেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার।দুইশ রানের কাছাকাছি সংগ্রহ গড়ায় বড় অবদান আছে করিম জানাতের। প্রথম ফিফটি পাওয়া এই অলরাউন্ডার ৩৮ বলে খেলেন ৫৩ রানের ইনিংস। উসমান গনি ৩৪ বলে করেন ৪৯।টস জিতে শুক্রবার ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই হোঁচট খায় আফগানিস্তান। গত ম্যাচে ব্যাট হাতে তাণ্ডব চালানো রহমানউল্লাহ গুরবাজ ফিরে যান দ্রুত। রিচার্ড এনগারাভার বলে ক্যাচ দেন উইকেটের পেছনে। তাতে অবশ্য দমে যাননি জানাত ও গনি। দলের রান বাড়াতে থাকেন দুইজন। সিকান্দার রাজার ওভারে একটি করে ছক্কা-চার মারেন জানাত। পরে ব্লেসিং মুজারাবানির ওভারে দুটি করে ছক্কা-চারে তুলে নেন ২০ রান। পাওয়ার প্লেতে আফগানিস্তান পায় ৪৯ রান। শুরুতে কিছুটা মন্থর ব্যাটিং করা গনিও পরে খেলতে থাকেন শট। ব্র্যান্ডন মাভুতাকে ছক্কায় ওড়ানোর পর শন উইলিয়ামসকে মারেন চার। ডনাল্ড টিরিপানোকে পরপর দুই বলে মারেন ছক্কা ও চার। পরে ওই ওভারে আরেকটি বাউন্ডারি মেরে ধরা পড়েন শর্ট ফাইন লেগে। গনির ৪৯ রানের ইনিংসটি গড়া ৫ চার ও ২ ছক্কায়। তার বিদায়ে ভাঙে ৬৭ বলে ১০২ রানের জুটি। ৩১ বলে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম ফিফটি স্পর্শ করেন জানাত। রায়ান বার্লকে সুইপ করে বোল্ড হওয়ার আগে চার ছক্কা ও তিন চারে করেন ৩৮ বলে ৫৩ রান। এরপই শুরু নবির তাণ্ডব। মাভুতার এক ওভারেই মারেন তিন ছক্কা। পরে এনগারাভাকে মারেন দুই বাউন্ডারি। মুজারাবানিকে ছক্কায় উড়িয়ে পরের বলে ফেরেন ডিপ স্কয়ার লেগে ক্যাচ দিয়ে। ১৫ বলে ২ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ৪০ রান। শেষ ওভারে ১৮ রান নিয়ে দলকে দুইশ রানের কাছে নিয়ে যান রশিদ খান ও আসগর। রান তাড়ায় জিম্বাবুয়ের শুরুটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম বলেই তারা হারায় তিনাশে কামুনহুকামউইয়ের উইকেট। তাকে এলবিডব্লিউ করা নাভিন-উল-হক পরের ওভারে এসে বিদায় করেন ওয়েসলি মাধেভেরেকে। ব্যাটিংয়ে নেমেই পরপর দুই বলে চার মারেন উইলিয়ামস। কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক। নবিকে সুইপ করে বোল্ড হন তিনি। টারিসাই মুসাকান্দাকে বড় ইনিংস খেলার আগেই থামিয়ে দেন আমির হামজা। রাজাও পারেননি দলকে এগিয়ে নিতে। ৫৬ রানে ৫ উইকেটে হারানো জিম্বাবুয়ের হাল ধরেন রিচমন্ড মুতুমবামি ও বার্ল। মুতুমবামিকে এলবিডব্লিউ করে তাদের ৬২ রানের জুটি ভাঙেন নবি।বার্লও পরে টিকতে পারেননি বেশিক্ষণ। ২৯ বলে ৩ ছক্কা ও এক চারে ৪০ রান করা বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানকে থামান রশিদ। ওই ওভারে মাভুতা ও টিরিপানোকে ফিরিয়ে দেন আফগান লেগ স্পিনার।৩০ রানে তার শিকার এই তিনটিই। মুজারাবানিকে বোল্ড করে দলের জয় নিশ্চিত করেন জানাত। ৭ রান তুলতেই শেষ ৪ উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে শনিবার মুখোমুখি হবে দুই দল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: আফগানিস্তান: ২০ ওভারে ১৯৩/৫ (গুরবাজ ৯, গনি ৪৯, জানাত ৫৩, জাদরান ১২, নবি ৪০, আসগর ১৪*, রশিদ ৯*; রাজা ৩-০-২৬-০, এনগারাভা ৪-০-৩১-১, মুজারাবানি ৪-০-৪৪-২, মাভুতা ৩-০-৪২-০, টিরিপানো ২-০-৩০-১, উইলিয়ামস ২-০-১৩-০, বার্ল ২-০-৭-১)।

জিম্বাবুয়ে: ১৭.১ ওভারে ১৪৮ (কামুনহুকামউই ০, মুসাকান্দা ২২, উইলিয়ামস ৯, মাধেভেরে ৭, রাজা ১৫, মুতুমবামি ২১, বার্ল ৪০, টিরিপানো ২৪, মাভুতা ০, মুজারাবানি ০, এনগারাভা ০*; নাভিন ৩-০-২৮-২, নবি ৩-০-২০-২, হামজা ২-০-১৭-১, ফরিদ ৩-০-২১-১, জানাত ৩.১-০-২৭-১, রশিদ ৩-০-৩০-৩)।ফল: আফগানিস্তান ৪৫ রানে জয়ী। সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে ২-০ তে এগিয়ে আফগানিস্তান। ম্যান অব দা ম্যাচ: মোহাম্মদ নবি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের দল ঘোষণা ভারতের, নতুন মুখ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ

মুম্বই, ১৯ মার্চ (হি.স.): ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের দল ঘোষণা করল ভারত। বিরাট কোহলির একদিনের দলে ঢুকে পড়লেন সূর্যকুমার যাদব। দলে নতুন মুখ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ।

উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে রয়েছেন ঋষভ পন্থ এবং লোকেশ রাহুল। সূর্যকুমারের জায়গা হলেও ঈশান কিষাণকে নেওয়া হল না একদিনের দলে। আগামী ২৩ মার্চ থেকে শুরু হবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ।

৩ ম্যাচের এই সিরিজে ওপেনার হিসেবে থাকছেন রোহিত শর্মা, শিখর ধওয়ন এবং শুভমন গিল। অধিনায়ক কোহলির সঙ্গে মিডল অর্ডারে থাকছেন শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমাররা। ২ পাণ্ড্য ভাইকেও রাখা হয়েছে একদিনের দলে। পেস আক্রমণের দায়িত্ব থাকছে ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সিরাজদের ওপর। পেস আক্রমণে নতুন মুখ প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। কুল-চা জুটিকেও দলে রেখেছেন নির্বাচকরা। দেখে নেওয়া যাক ভারতীয় টিম : বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত (সহ-অধিনায়ক), শিখর ধওয়ন, শুভমন গিল, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ড্য, ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুল, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, ক্রুনাল পাণ্ড্য, ওয়াশিংটন সুন্দর, টি নটরাজন, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং শার্দুল ঠাকুর।

রিয়ালের প্রতিপক্ষ লিভারপুল, বায়ার্নের সামনে পিএসজি

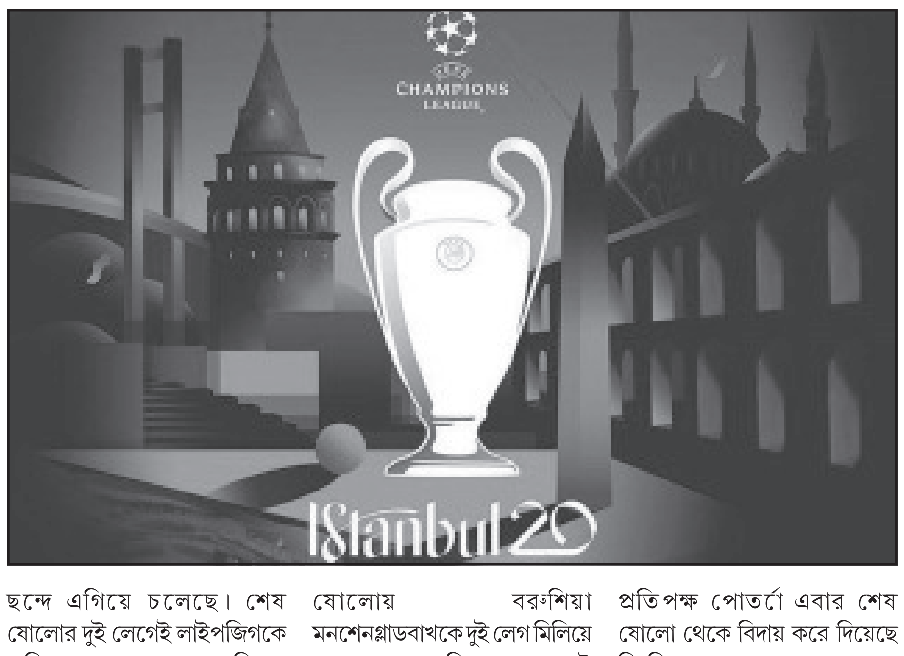

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে লিভারপুলকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে প্রতিযোগিতাটির সফলতম দল রিয়াল মাদ্রিদ। শিরোপাধারী বায়ার্ন মিউনিখ খেলবে ফরাসি চ্যাম্পিয়ন পিএসজির বিপক্ষে। সুইজারল্যান্ডের নিওঁতে শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনাল ও সেমি-ফাইনালের ড্র অনুষ্ঠিত হয়। শেষ আটের অন্য দুটি ম্যাচে মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি-বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ও চেলসি-পোতর্গো। রিয়াল ও লিভারপুলের মধ্যে জয়ী দল সেমি-ফাইনালে খেলবে পোতর্গো অথবা চেলসির বিপক্ষে। আর পিএসজি ও বায়ার্নের জয়ী দল শেষ চারে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে ম্যানচেস্টার সিটি কিংবা ডর্টমুন্ডকে। শেষ ষোলোয় দুই লেগ মিলিয়ে আতালান্তাকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে দুই মৌসুম পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে ওঠে ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল। ২০১৭-১৮ মৌসুমের ফাইনালে লিভারপুলকে হারিয়ে সবশেষ ইউরোপ সেরা হওয়ার পরের আসরে তারা ছিটকে যায় শেষ ষোলোয় আয়াক্সের বিপক্ষে হেরে। আর গত মৌসুমে তারা একই পর্বে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে হারে দুই লেগেই। এবার ঘরোয়া ফুটবলে বাজে সময়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়া লিভারপুল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলেছে। শেষ ষোলোর দুই লেগেই লাইপজিগকে হারিয়ে ৪-০ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ আটে জায়গা করে নেয় গতবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নরা। গতবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পিএসজিকে হারিয়েই শিরোপা উৎসব করেছিল বায়ার্ন। প্রথমবার ফাইনালে উঠে খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল ফরাসি দলটিকে। এবার দুই দলের দেখা হচ্ছে শেষ আটে। শেষ ষোলো থেকে বার্সেলোনাকে বিদায় দেওয়া পিএসজি দুই লেগ মিলিয়ে জেতে ৫-২ গোলে। লাৎসিওকে দুই লেগ মিলিয়ে ৬-২ ব্যবধানে উড়িয়ে শিরোপা ধরে রাখার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যায় বায়ার্ন। শেষ ষোলোয় বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখকে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নেয় ম্যানচেস্টার সিটি। শেষ আটে ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ইংলিশ দলটিকে দিতে হবে কঠিন পরীক্ষা। শেষ ষোলোয় দুই লেগ মিলিয়ে সেভিয়াকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নেয় জার্মান দলটি। আতলেতিকো মাদ্রিদকে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-০ গোলে হারিয়ে সাত বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে ওঠে চেলসি। টমাস টুখেল দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও হারেনি ইংলিশ দলটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অপরাজিত আছে টানা ১৩ ম্যাচে, জয় ৯টি ও ড্র ৪টি। তাদের শেষ আটের প্রতিপক্ষ পোতর্গো এবার শেষ ষোলো থেকে বিদায় করে দিয়েছে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর ইউভেন্তুসকে। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন ছিল ৪-৪। অ্যাওয়ে গোলে শেষ আটের টিকেট পায় পর্তুগিজ দলটি। কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগ হবে আগামী ৬ ও ৭ এপ্রিল। ফিরতি পর্ব হবে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল। সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগ ২৭ ও ২৮ এপ্রিল। ফিরতি পর্ব হবে ৪ ও ৫ মে। আর ফাইনাল ২৯ মে।

কোয়ার্টার-ফাইনালের লড়াই:
রিয়াল মাদ্রিদ-লিভারপুল
বায়ার্ন মিউনিখ-পিএসজি
ম্যানচেস্টার সিটি-বরুশিয়া ডর্টমুন্ড
পোতর্গো-চেলসি

দিল্লিতে রাব্বী ১৮তম, বাকি ১৯তম

টোকিও অলিম্পিকের কোটা প্লেসের শেষ সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি বাংলাদেশের দুই শুটার আব্দুল্লাহ হেল বাকি ও রাব্বী হাসান মুন্না। দিল্লি শুটিং বিশ্বকাপে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের বাছাই থেকে ছিটকে গেছেন দুজনে। দিল্লিতে শুক্রবার বাছাইয়ে ৬২৪ দশমিক ৭ স্কোর গড়ে ৩৯ প্রতিযোগীর মধ্যে ১৮তম হন রাব্বী।

৬২৪ দশমিক ৫ স্কোর নিয়ে ১৯তম হন গোল্ডকোস্ট কমনওলেথ গেমসে রুপা জেতা বাকি। বাছাই পেরিয়ে পদকের লড়াইয়ে ওঠা আট প্রতিযোগীর মধ্যে সর্বশেষ জনের স্কোর ৬২৭ দশমিক ৭। বাছাইয়ে সর্বোচ্চ ৬৩২ দশমিক ১ স্কোর গড়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার নাম তায়েউন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের মেয়েদের বিভাগের বাছাইয়েও আলো ছড়াতে পারেনি কেউ। ৪৮ প্রতিযোগীর মধ্যে সৈয়দা আতকিয়া হাসান দিশা (৬১৮ দশমিক ৩) ৩৯তম, রিথিকা চৌধুরী (৬১৭ দশমিক ৪) ৪২তম ও শারমিন আক্তার রত্না (৬০৮ দশমিক ৮) ৪৬তম হয়েছেন। এ ইভেন্টের পদকের লড়াইয়ে ওঠা আট প্রতিযোগীর মধ্যে সবশেষ জন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালিসন মারিয়া; তার স্কোর ৬২৮ দশমিক ৪।

বছরের প্রথম এল ক্লাসিকোর সূচি চূড়ান্ত

চলতি মৌসুমে লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার দ্বিতীয় লড়াইয়ের সূচি ঠিক করেছে লিগ কর্তৃপক্ষ। আলফ্রেদ্রো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে আগামী ১০ এপ্রিল (বাংলাদেশ সময় ১১ এপ্রিল রাত দুইটা) হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর ম্যাচটি। স্পেনের শীর্ষ লিগের সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই ‘এল ক্লাসিকোর’ প্রথম লেগে গত অক্টোবরে বার্সেলোনার মাঠে ৩-১ গোলে জিতেছিল রিয়াল। ফিরতি লেগ হবে ৩০তম ম্যাচ ডে-তে। বর্তমানে ২৭ ম্যাচে ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে বার্সেলোনা, ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে তিনে শিরোপাধারী রিয়াল। ক্লাসিকোর আগের রাউন্ডে ঘরের মাঠে এইবারের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আর কাম্প নউয়ে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ রিয়াল ভাইয়াদলিদ।

নেপালে কোভিড-১৯ পরীক্ষায় সবাই নেগেটিভ

নেপালে গিয়ে কোভিড-১৯ রুটিন পরীক্ষায় স্বস্তির ফল পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। সবার পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। তিন দলের ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে বৃহস্পতিবার নেপাল পৌঁছায় বাংলাদেশ। রুটিন পরীক্ষার অংশ হিসেবে ওই দিনই খেলোয়াড়দের কোভিড-১৯ পরীক্ষার নমুনা নেওয়া হয়। সবার ফল নেগেটিভ আসায় সকালে দল জিম সেশন করেছে। নেপালের স্থানীয় সময় সাড়ে ৪টায় আর্মি স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় সেশনে অনুশীলন করবে বলে জানিয়েছে বাফুফে। যুক্তরাজ্য থেকে শুক্রবার সকালে নেপালে এসে দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গোলকিপার কোচ লেস ক্লিভেলি। কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার কিরগিজস্তান অনূর্ধ-২৩ দলের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ত্রিদেশীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করবে বাংলাদেশ। ২৭ মার্চ পরের ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক নেপালের। ২৯ তারিখে হবে প্রতিযোগিতার ফাইনাল। চূড়ান্ত দলে থাকা ২৫ জনের মধ্যে ২৪ জন নেপালে ডের সঙ্গী হয়েছেন। শেষ মুহূর্তে কোভিড-১৯ টেস্টের ফল পজিটিভ আসায় যেতে পারেননি সাইফ স্পোর্টিংয়ের ডিফেন্ডার রহমত মিয়া। কোভিড পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়ার একদিনের মধ্যেই উইঙ্গার রাকিব হোসেনের দ্বিতীয় পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসায় তিনি দলের সঙ্গী হয়েছেন।

শুক্রবার রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে ভাষণ দেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। ছবি নিজস্ব।

ভারত থেকে ভ্যাকসিন পৌঁছাতে দেরি, ধীর গতিতে ব্রিটেনে টিকাকরণ

লন্ডন, ১৯ মার্চ (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ রুখতে ভারতের ভ্যাকসিনই পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় চিন্তায় পড়ল ব্রিটেন সরকার। এর ফলে টিকাকরণ স্লথ গতিতে হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

সেরাম ইনস্টিটিউট থেকে ভ্যাকসিন আসতে দেরি হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা ব্রিটেনে পৌঁছাতে পারছে না। এবিষয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এক সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ''আগামী কিছুদিন আমরা ভ্যাকসিন পাবো না। মার্চে আমরা যে পরিমাণ ভ্যাকসিন পেয়েছিলাম, এপ্রিলে তা পাবো না। তাই টিকাকরণ ধীর গতিতে হবে। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না।''

প্রসঙ্গত, এর আগে ব্রিটেনের স্বাস্থ্যসচিব ম্যাট হ্যানকক বলেছিলেন, ১৭ লক্ষ ভ্যাকসিন ফের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাই টিকাকরণ ধীরে হবে। সেরাম থেকে ১ কোটি ডোজ পৌঁছানোর কথা ছিল ব্রিটেনে। সেরামের এক মুখপাত্রের কথায়, তাঁদের সংস্থা ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষ ডোজ সরাবরাহ করেছে ব্রিটেনে। কিন্তু ভারতে এখন কি পরিমাণ টিকা লাগবে, তার উপর নির্ভর করছে ব্রিটেনের পরবর্তী ডোজ পাওয়া। যদিও সেরামের চিফএক্সিকিউটিভ আদার পুনাওয়ালার কথায়, ব্রিটেনে কত ডোজ পাঠানো হবে, তা নির্ভর করছে ভারত সরকারের উপর। সরকার যতটা পাঠানোর অনুমতি দেবে, ততটাই পাঠানো হবে। এবিষয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ভারত সরকার সবরকম ভাবে সহযোগিতা করছে। তাঁর আশা, আগামীতেও সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে কাজ করতে পারবে ব্রিটেন।

ব্রাজিলের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,৬৫৯ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলের করোনা- পরিস্থিতি প্রতিদিনই চিন্তা বাড়াচ্ছে। দৈনিক করোনা- সংক্রমণ ও মৃত্যুতে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৬৫৯ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৭,১৬৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৮৭ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৬৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৯৫-তে পৌঁছেছে।

নকশালবাড়িতে চিতাবাঘের হানায় জখম মহিলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নকশালবাড়ি, ১৯ মার্চ (হি. স.) : শিলিগুড়ির বিজয়নগর চা বাগানে চিতাবাঘের হানায় জখম হয়েছেন এক মহিলা। অভিযোগ, বনদফতরকে বহুবার চিতাবাঘ ধরতে চিঠি দেওয়া হলেও কোনওরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে শুক্রবার টুকরিয়া ঝাড় বনাঞ্চলের সামনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভে শামিল হন শ্রমিকরা।

এদিন নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিজয়নগর চা বাগানের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে ধর্মঘট করেন। শ্রমিকরা ওই মহিলার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ, দ্রুত খাঁচা পেতে বাঘটিকে ধরা এবং চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও বনদফতরকে লিখিত সহকারে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত করার দাবিতে কর্মবিরতি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। টুকরিয়া ঝাড় ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জার টিটি ভুটিয়া জানান, দ্রুত খাঁচা পাতা হবে। এলাকা ঠিকমতো দেখে শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেই তাঁরা কাজে যোগ দেবেন। এদিন তাঁর আশ্বাসের পর শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিজয়নগর চা বাগানের ৩১ নম্বর সেকশনে পাতা তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন অমিতা সুব্বা। চিতাবাঘটি বাগানের নালা থেকে বেরিয়ে তাঁর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। আশেপাশের শ্রমিকরা চিৎকার করে চিতাবাঘটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন। জখম অবস্থায় মহিলাকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে। শেষে মহিলাকে মাথার অস্ত্রোপচারের জন্য শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে।

পলাশীপাড়ায় পর পর হেরোইন সহ নানা ধরনের মাদক উদ্ধার, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

নদিয়া, ১৯ মার্চ (হি. স.) : মাসখানেকের মধ্যে নদিয়ার পলাশীপাড়া থানা এলাকা থেকে হেরোইন, কাশির সিরাপ, গাঁজা সহ প্রচুর মাদক উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন জেলা পুলিশ - প্রশাসন। পলাশীপাড়া থানা এলাকার বেশকিছু গ্রামে মাদকের কারবার চলছে বলে অভিযোগ। একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা চাইছেন, মাদক সরবরাহ বন্ধ হোক। কারণ, গ্রামের যুবকরা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। বহু সংসারে অশান্তি বাড়ছে।

সূত্রের খবর, পলাশীপাড়ায় মাদক কারবার বহুদিনের। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরাও বিষয়টি জানেন। কিন্তু প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে সকলেই বিষয়টি এড়িয়ে যান। এর ফলে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা অসহায় হয়ে পড়েন। সকলের উদাসীনতার কারণে বহু সংসারে অশান্তি বাড়ছে। এমনকী সেই অশান্তি থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ থেকে অনেকের জীবনহানিও হয়েছে। গত এক মাসে পলাশীপাড়া থানা এলাকার বড় নলদা, বার্নিয়া, বাউর সহ একাধিক জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। বহু কারবারিকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ মার্চ বড় নলদা এলাকা থেকে এক কেজি ৮০০ গ্রাম হেরোইন সহ এলাকার বাসিন্দা মাজেদুল শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার সঙ্গে নলদা, বার্নিয়ায় প্রচুর পরিমাণে হেরোইন, গাঁজা ও কাশির সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কারবারিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এভাবে লাগাতার মাদক উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন উদ্বিগ্ন। জেলার এক পুলিশ অফিসার বলেন, লাগাতার মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আমরা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগের মধ্যে আছি। একটি থানা এলাকা থেকেই লাগাতার মাদক উদ্ধারের ঘটনা স্বাভাবিক ভাবলে ভুল হবে।

টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর মানুষের উদাসীনতা বেড়েছে : হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.): ভারতে হঠাৎ করেই বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাট-এমনই বেশ কয়েকটি রাজ্যে ফের শুরু হয়েছে করোনার দাপট। করোনার এই বাড়বাড়ন্তের জন্য মানুষের উদাসীনতাকেই দায়ী করলেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। হেমার কথায়, করোনাভাইরাসের টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষের উদাসীনতা বেড়েছে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে করোনা এখনও চলে যায়নি।

মহারাষ্ট্র-সহ অন্যান্য রাজ্যে করোনা-সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে শুক্রবার সংসদ চত্বরে বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী বলেছেন, 'আমার মতে, টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকে মানুষের উদাসীনতা বেড়েছে। সবাই মনে করছেন তাঁরা এখন মাস্ক খুলতেই পারেন, কিন্তু, তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে করোনা এখনও চলে যায়নি। আমি নিশ্চিত সরকার (সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকার) এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবে।'

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,৭০৫ জনের আমেরিকায় করোনা-সংক্রমণ উর্ধমুখীই

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুতেও রাশ টানা যাচ্ছে না। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২,৬২৯ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,৭০৫ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩০,৩৫৮,৮৮০-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ হাজার ৭০৫ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৭০ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২ হাজার ৬২৯ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১,৭০৫ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,৩৫৮,৮৮০-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২২,৫২৩,৭৯৯ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭২ লক্ষ ৮২ হাজার ৬১১ জন।

মমতার বিরুদ্ধে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে নালিশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.): প্রচারের নামে মিথ্যা ভাষণ দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এই অভিযোগ তুলে দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতরে গেলেন বিজেপির প্রতিনিধিরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন এবং কীসের ভিত্তিতে তিনি এসব কথা বলছেন, তা জানতে চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিস ধরাক নির্বাচন কমিশন। মূলত এই দাবি জানান যান বিজেপির প্রতিনিধিরা। তাঁদের দাবি, কমিশন সব দিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

এদিন নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বেরোনোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। ছিলেন রায়গঞ্জের সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী, প্রবীণ বিজেপি নেতা ভূপেন্দ্র যাদব-সহ অন্যরা। তাঁরা জানান, কমিশনের কাছে মূলত তিনটি বিষয় তুলে ধরেছেন তাঁরা। যার প্রথমটাই হল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ভোটের প্রচার কর্মসূচিকে কার্যত মিথ্যা ভাষণের কর্মসূচিতে পর্যবসিত করেছেন মমতা। এই প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে দু''টি বিষয়। বিজেপি প্রতিনিধিদের অভিযোগ, নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকেই প্রবীণ বিজেপি নেতাদের সম্পর্কে একের পর এক ভুল তথ্য পেশ করছেন মমতা। বিশেষত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে যে ভাষায় আক্রমণ করা হচ্ছে, তা একজন মুখ্যমন্ত্রীকে কখনই মানায় না। সম্প্রতি একাধিক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, অমিত শাহের অঙ্গুলি হেলনেই কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। মমতার এই অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের মত একটি সাংবিধানিক সংস্থার পক্ষেও যথেষ্ট অবমাননাকর বলেই মত বিজেপির। এছাড়া, নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী আহত হওয়ার পর একাধিক জনসভায় বার্তা দিয়েছেন, তাঁর উপর ইচ্ছাকৃতভাবে হামলা চালানো হয়েছিল। ঘটনার পিছনে পরোক্ষে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করতে চেয়েছেন তিনি। অথচ, সংশ্লিষ্ট সবকটি তদন্তেই বলা হয়েছে এটি আসলে দুর্ঘটনাই ছিল। বিজেপির অভিযোগ, ভোট মরশুমে মানুষের সমবেদনা পেতেই মিথ্যা প্রচার করছেন মমতা।

এছাড়া আজ, কমিশনের কাছে বাংলার হিংসাত্মক পরিবেশ নিয়েও সরব হয়েছে বিজেপি। তাদের যুক্তি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অনেক খুনোখুনি, হানাহানির সাক্ষী থেকেছে বঙ্গবাসী । সম্প্রতি নন্দীগ্রামে আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। পুরুলিয়ায় ভাঙচুর করা হয়েছে বিজেপির রথ। বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছে । নির্বাচন কমিশন যাতে এই হানাহানি রুখতে পদক্ষেপ করে, সেই আবেদন জানিয়েছেন বিজেপির প্রতিনিধিরা।

এদিন বিজেপির তৃতীয় দাবি ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন নিয়ে। তাদের প্রস্তাব, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুথের ভিতরেও মোতায়েন করা হোক। যাতে জওয়ানরা ছাপ্পা ভোট রুখতে পারেন এবং প্রতেক ভোটারের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কমিশন তাঁদের সবকটি দাবিই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির প্রতিনিধিরা।

পঞ্জাবের ১১টি জেলায় জমায়েত নিষিদ্ধ ৩১ মার্চ অবধি বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

অমৃতসর, ১৯ মার্চ (হি.স.): হঠাৎ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে কঠোর সিদ্ধান্ত নিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। পঞ্জাবের ১১টি জেলায় জমায়েত পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছে পঞ্জাব সরকার। এই ১১টি জেলা হল-লুধিয়ানা, জলন্ধর, পাটিয়ালা, মোহালি, অমৃতসর, হোশিয়ারপুর, কাপুরথালা, এসবিএস নগর, ফতেহগড় সাহিব, রোপার এবং মোগা। পাশাপাশি ২০ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত পঞ্জাবের এই ১১টি জেলায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সিনেমা হল এবং শপিং মলে অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর শুক্রবারের নির্দেশিকার পর শনিবার থেকেই এই বিধিনিষেধ লাগু হবে।

পঞ্জাব সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, মেডিক্যাল এবং নার্সিং কলেজ ছাড়া সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সিনেমা হলে অর্ধেক দর্শকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং শপিং মিলে এক সময়ে ১০০ জনের বেশি মানুষ থাকা যাবে না। করোনা-সংক্রমণের এই শৃঙ্খলকে ভাঙতে পঞ্জাবের মানুষজনকে আগামী কিছু দিন বাড়িতে থাকতেই অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। পঞ্জাবের ১১টি জেলায় জমায়েত পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বিবাহ, মৃত্যু অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০ জনের বেশি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে পঞ্জাবে রাত ন'টা থেকে পরবর্তী দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে নৈশ কারফিউ।

২৪ ঘন্টায় করোনা-আক্রান্ত ৩৯,৭২৬ জন, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,৫৯,৩৭০

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.): করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯, ৭২৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ১৫৪। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২.৭১-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৭২৬ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৫৫ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২০,৬৫৪ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১০,৮৩,৬৭৯ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৯,৭২৬ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৩৩১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

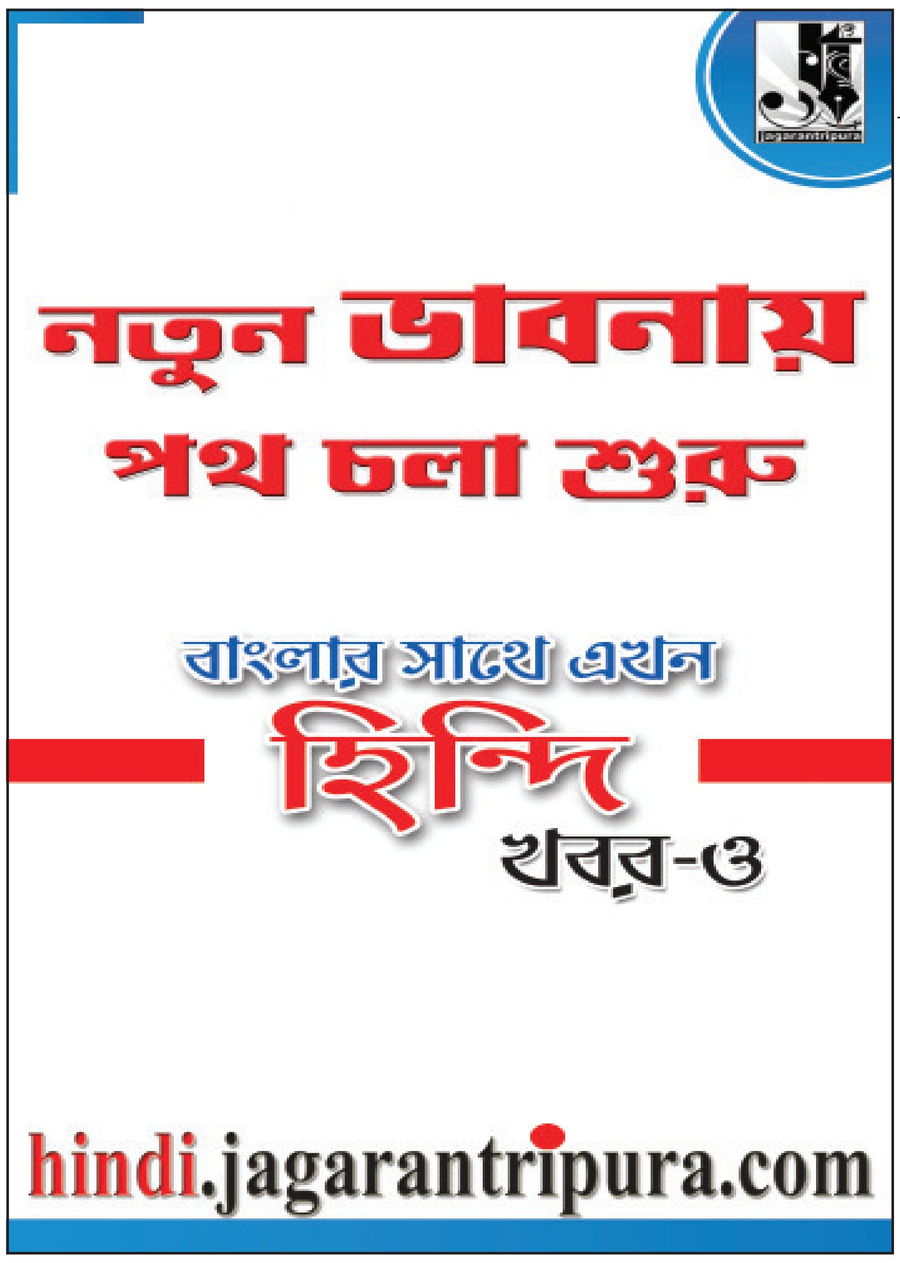

২০২২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে অসমের এক লক্ষ বেকারদের সরাকারি চাকরি, অসমবাসীকে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ঃ হিমন্তবিশ্ব

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ মার্চ (হি.স.) : ২০২২ সালের মার্চ মাসের আগ রাজ্যের এক লক্ষ বেকার যুবক যুবতীদের সরাকারি চাকরি দেবে বিজেপি সরকার। অরুণোদয় প্রকল্পে যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদেরও এই প্রকল্পের আওতায় আনার পাশাপাশি মাসিক ৮৩০ টাকার পরিবর্তে ৩,০০০ টাকা করে প্রতি মাসে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ম প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের পাঁচ লক্ষ যুবকদের লাভান্বিত করা হবে। এটা হলো রাজ্যবাসীর প্রতি বিজেপির প্রতিশ্রুতি।

বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করতে জানে। গ্যারান্টি তো ব্যবসায়ীরা দেন। বিজেপি রাজনীতির মাধ্যমে জনসেবা করে। আর কংগ্রেস রাজনীতির নামে ব্যবসা করে। তাই কংগ্রেসি নেতারা গ্যারান্টি দেন। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জের ভাটগ্রামে বিজয় সংকল্প সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এভাবেই কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন অর্থ-স্বাস্থ্য সহ বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বরাকের পনেরোটি আসনের মধ্যে চৌদ্দটি আসনে দলীয় প্রার্থী এবং একটি আসনে মিত্রদল অগপর প্রার্থীকে জয়ী করার আহ্বান জানান হিমন্তবিশ্ব।

মন্ত্রী বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে যে সকল প্রকল্পের সুবিধা জনগণ সরাসরি লাভ করেছেন, গত ৭০ বছরে রাজ্যবাসী তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের ২২ লক্ষাধিক মহিলা মাসিক ৮৩০ টাকা করে পেয়ে যাচ্ছেন। প্রতি মাসে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা জমা হচ্ছে। এর জন্য কোনও দালাল ধরতে হচ্ছে না। রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতো সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে ৮৩০ টাকার হার বাড়িয়ে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার নিশ্চয়তা দেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

সরকারের সেকেন্ড ইন কমান্ড বলে রাজ্যে পরিচিত মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রচণ্ড মুসলিম বিদ্বেষী। এমন অভিযোগের প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমার প্রতিটি জনসভায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকজন উপস্থিত থাকেন। সুতরাং আমি সাম্প্রদায়িকও নই আর আমি কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও নই। হিমন্তবিশ্ব জোর গলায় বলেন, আমার দায়িত্বে যে সব বিভাগ রয়েছে সেগুলি থেকে বেশি মাত্রায় লাভান্বিত হয়েছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেরা। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য কংগ্রেসিরা আমাকে মুসলিম বিদ্বেষী বলে প্রচার করে চলছেন।

বিজয় সংকল্প সমাবেশে উপস্থিত বিশাল সংখ্যক জনতার উদ্দেশ্যে হিমন্তবিশ্ব শর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, রাজ্যে সরকার বিজেপির হবেই হবে। এতে কোনও সন্দেহ বা দ্বিমত নেই। আজকের এই বিশাল সমাবেশই প্রমাণ করতে যথেষ্ট যে, জনগণ বিজেপিকে সরকারে ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার জন্য যাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন, সেই সকল বিজেপি প্রেমীদের ডেডিকেশনকে স্যালুট জানান নেডা-র আহ্বায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিজেপির রাষ্ট্রীয় উপ-সভাপতি তথা অসমে দলের প্রভারি বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা সমাবেশে উপস্থিত বিশাল সংখ্যক জনতাকে প্রথমেই করজোরে নমস্কার জানান। তিনি উপস্থিত জনতা সহ রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসামের কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষা করা সহ সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য পুনরায় রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আজকের এই বিজয় সংকল্প সমাবেশে বিশাল সংখ্যক জনতার উপস্থিতিই প্রমাণ করে, সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে বরাক উপত্যকার জনগণও বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে সংকল্পবদ্ধ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।